মার্কসবাদীরা
যে উত্তরাধিকার
পরিত্যাগ করবে

অপু সারোয়ার

মার্কসবাদীরা
যে উত্তরাধিকার
পরিত্যাগ করবে

অপু সারোয়ার

গণমৈত্রী প্রকাশণী
জিপিও বক্স ২৪৭৩, ঢাকা-১০০০।

মার্কসবাদীরা যে উত্তরাধিকার পরিত্যাগ করবে

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০১

প্রকাশক
এ্যাডঃ আবদুস সালাম
গণমৈত্রী প্রকাশণী
৮/৪-এ সেগুন বাগিচা
ঢাকা-১০০০

ডাক যোগাযোগঃ
জি.পি.ও বক্স-২৪৭৩
ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদঃ আক্তারুজ্জামান

মুদ্রন ও অক্ষর বিন্যাসঃ
একুশে প্রিন্টার্স
২২৫ ফকিরাপুল (৪র্থ তলা)
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

ISBN-৯৮৪-৩১-১৪৯৭-৩

চে'গুয়েভারা, চারুমজুমদার, সিরাজ সিকদার
যাঁরা আমার কৈশোর ও যৌবনের প্রথম
দিনগুলোতে প্রচন্ড ঝড় তুলেছিল।

সূচী পৃষ্ঠা

- প্রকাশকের কথা
- বামফ্রন্টের রাজনীতি কোন পথে
- সোভিয়েতের মূল্যায়ন ও সমাজবাদী দল
- সর্বহারা শ্রেনীর দল গঠনের কয়েকটি মৌলিক দিক
- বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জাপান শাখা গঠন এবং প্রাসঙ্গিক কথা
- মনিসিংহের জন্ম শতবার্ষিকী ও সিপিবি'র বন্ধুরা

প্রকাশকের কথা

অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলা পরিবেষ্টিত হয়ে কেয়ারটেকার সরকার কার্যক্রম শুরু করেছে। এ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নিরপেক্ষ-তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো শ্রেনী নিরপেক্ষ সরকার নয়। এরাও প্রচলিত ব্যবস্থার রক্ষকদেরই একাংশ মাত্র। বিদ্যমান দলগুলোর বিরোধের সঙ্গে এ মূহুর্তে সরাসরি যুক্ত নয় মাত্র। ১৯৭৩-১৯৯৬ পর্যন্ড় সকল নির্বাচনে সন্ত্রাস, কারচুপি হয়েছে। এ অভিযোগ এনেছে বিরোধী দলগুলোই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারও সে অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়।

পুরো দেশটাই আজ সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে গরীব মেহনতী মানুষ। উচ্ছেদ হচ্ছে বস্ড়ি, রিক্সা, হকার। জননিরাপত্তা আইন, হাসিনা-রেহানার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা আইন আওয়ামী লীগের জনবিচ্ছিন্নতাকে স্পষ্ট করে তোলে। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাহক। এদের আওয়ামী বিরোধিতা হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর অভ্যন্ড্রীণ দ্বন্দ। ধনিকদের কোন অংশ লুটপাট করবে তার প্রতিযোগিতা মাত্র। এ দলগুলো নির্বাচন-আন্দোলন-নির্বাচনের বৃত্তে সাধারণ মানুষকে আটকে রাখতে চায়। আওয়ামীলীগ-বিএনপি পরস্পরের বিরুদ্ধে যা বলুক না কেন, শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় এরা অভিন্ন। ধনিকদেশগুলোর কাছে নামমাত্র মূল্যে তেল-গ্যাস বিক্রি, গঙ্গার পানির নায্য হিস্যা ছেড়ে দেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসূমহকে দমন-পীড়ন, রাষ্টীয় সম্পদ বিক্রি ইত্যাকার মৌলিক বিষয়ে একমত। দক্ষিণপন্থী দলগুলো জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অবস্থানও একই।

সন্ত্রাস বন্ধ, উদীচি, পল্টন, রমনা, নারায়নগঞ্জ, বানিয়ার চর, বোমা হামলার সুষ্ঠু বিচার, অবৈধ এবং লাইসেন্সকৃত অস্ত্র উদ্ধার, এনজিওদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা, ঋণখেলাপী, করখেলাপীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ বন্ধ ব্যতিরেকে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।

আসন্ন নির্বাচনে বামফ্রন্ট এগারো দলের ব্যানারে অংশ নিচ্ছে। বামফ্রন্টের সলিল সমাধি হয়েছে এই নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষনার মধ্য দিয়ে। ইতিপূর্বে পৃথক ভাবে দুই/একটি বামদল বুর্জোয়াদের অনুগামী হয়েছে, কিন্তু জোটগতভাবে নির্বাচনে ধনিক শ্রেণীর দলের লেজুড়বৃত্তি করেনি।

বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাস আত্মত্যাগের মহিমায় ভরপুর। হাজার হাজার নিবেদিত কর্মীদের আত্মত্যাগের উপর পা দিয়ে নেতারা কখনো বাম এ্যাডভেঞ্চার, কখনো বুর্জোয়াদের দুর্দান্ড় চামচাবৃত্তি করেছে। বাম এ্যাডভেঞ্চার এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে দহরম মহরম সবসময়ই মার্কসবাদের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রবণতাগুলো মার্কসবাদের বড় শত্রু। যা হতাশারও জন্ম দেয়। এবারে এগারোদলের মধ্যে বামফ্রন্টের রাজনীতিকে 'বন্ধক' রাখাকেও 'বামকলমচারীরা' যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করবেন। বাম কলমচারীদের মিথ্যাচার নতুন করে হতাশার জন্ম দিবে। এই সময়ে হতাশা দূর করার জন্য প্রয়োজন অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ, প্রয়োজন বলশেভিক ধাঁচের পার্টি গঠন। এ প্রয়োজনীয়তা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে আশু এবং জরুরী। এই প্রয়োজনীয়তায় অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ থেধকেই আমাদের এই প্রকাশনা।

বামফ্রন্টের রাজনীতি কোন পথে?

> "যে সমস্ড় ব্যক্তি সব সময়ই 'বামদিকে' যেতে পছন্দ করে, যখন তারা একটি নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হয় তখন তাদের মধ্যে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং তারা দক্ষিণ দিকে ঝুকে পড়ে যেমনটি অতীতে অন্ধভাবে বাম দিকে ঝুঁকেছিল।"

বাংলাদেশে প্রকৃত 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থা কায়েমের জন্য বুর্জোয়া দলগুলোর মায়া কান্নার সঙ্গে 'বামপন্থী রাগ' যুক্ত হয়েছে উনিশ শ' চুরানব্বই সালে গঠিত বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মধ্য দিয়ে। ফ্রন্ট গঠনের আগে সিপিবি শেখ মুজিবের বাকশালী একনায়কত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে নবজন্ম নিয়েছে।[১] সাম্যবাদী দল জিয়াউর রহমানের সামরিক স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে 'দেশপ্রেম' আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২] বাসদ ও ওয়ার্কাস পার্টির একাংশ এনজিও গনস্বাস্থ্য প্রধান জাফর ল-াহ খানের সঙ্গে নির্বাচনী আতাঁত করেছিল।[৩] যা সর্বপ্রথম এনজিওদেরকে রাজনীতিতে হাতেখড়ি দেয়। জাসদ জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের শে-াগান তুলেছিল।[৪] শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল পূর্ব ইউরোপের প্রতিবিপ-বের নায়ক লেস ওয়ালেসার সাথে আন্ড়জাতিকতায় ধন্য হয়েছিল।[৫] এই প্রবণতাগুলোকে ফ্রন্টের অন্যতম নেতা সমাজবাদী দল সম্পাদক নির্মল সেন চিহ্নিত করেছেন- "চিরায়ত লেজুড়বৃত্তির গন্ডী থেকে বেরিয়ে আসার অক্ষমতা।"[৬] বামফ্রন্টের গঠনকে নির্মল সেন লেজুড়বৃত্তির অবসান হিসাবে দেখেছেন কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে উল্টো। ফ্রন্ট গঠনের পরেও এদের চেহারা চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। প্যাডের লেটার হেডের পরিবর্তন হয়েছে। পনের দল, সাত দল, বা পাঁচদলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বামফ্রন্ট। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বড় দলগুলোর লেজুড়বৃত্তির নজির চোখে পড়বে আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন হয়ার পর 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' এবং সহযোগিতার সুস্পষ্ট আশ্বাস প্রদানের মধ্যে।[৭] বামফ্রন্টের দলসূমহের কর্মসূচি দলিল দস্ড়াবেজ, প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে লালদীঘির জল কিন্তু লাল নয়।

মার্কস-লেনিন বিপ-বী সমাজতন্ত্রী হবার প্রধান এবং প্রথম শর্ত হিসাবে শ্রেণী সংগ্রামের স্বীকৃতিকে সর্বহারা একনায়কত্বের স্বীকৃতি পর্যন্ড় বিস্তৃত করাকে নির্দেশ করেছেন। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চৌদ্দ পৃষ্ঠার 'মূল্যবান' দলিলের দিকে তাকালে মার্কসবাদী হবার প্রাথমিক শর্তটি চোখে পড়বেনা। মার্কসবাদী হবার প্রাথমিক শর্তটি চোখে না পড়ার অন্ড়র্নিহিত কারণ নির্দেশ করে বাংলাদেশের একমাত্র বিপ-বী দলের দাবীদার (!) বাসদ(খা) মুখপত্র ভ্যানগার্ড লিখছে " ইতোমধ্যে গণফোরাম, গণতন্ত্রী পার্টি, ন্যাপ (মো:) সহ বিভিন্ন দলের সাথে কথা হয়েছে। আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে পর আওয়ামী লীগ এর সাথে কথা বলা হবে। দুই এক দিনের মধ্যে বিএনপির সাথে বামফ্রন্ট সুপারিশ নিয়ে কথা বলবে।[৮] চমৎকার সত্যভাষন (!) বামদাবী দার যে মহল নিজেদের কর্মসূচি নিয়ে ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতা বর্হিভূত ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে প্রকাশ্য রাজনৈতিক অভিসারে আকাঙ্খী, তাদের কর্মসূচিতে বুর্জোয়াদের সামান্যতম নাখোশ করতে পারে এমন কথা 'সর্বহারা একনায়কত্ব' ' শ্রেণী সংগ্রাম' ইত্যাকার বিষয়গুলো চোখে না পড়াই বড়বেশী স্বাভাবিক।

বামফ্রন্ট গঠনের পর বিভিন্ন ইস্যুতে ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে বামফ্রন্ট কয়েক দফা আলোচনায় মিলিত হয়েছে, যা পরবতীতে এগারো দলে রূপান্ড়রিত হয়। ড. কামাল হোসেন গণতন্ত্রী হয়েছেন মুজিবী দুঃশাসনের তেরশ' পয়ষট্রি রজনীর দুঃশাসন-হত্যা-গুম-খুনের প্রত্যক্ষ রূপকার হিসাবে অতিবাহিত করার পরেই। ১৯৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ড় বামপন্থীদের রক্তের হোলিখেলার সমাপ্তির পরেই ডঃ কামাল গংরা গণতন্ত্রের দাবীতে মুখরিত হয়েছেন। ন্যাপ এবং গণতন্ত্রী পার্টি, মুজিবী দু:শাসনের সহযোগী ছিল যেমনটি ছিল বামফ্রন্টের বড়দল সিপিবি। এদের রাজনৈতিক অবস্থান আওয়ামী লীগের অতি নিকটে কোনভাবেই বামপন্থী নয়।

বিপ-বী মার্কসবাদ সব সময়ই শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর শে-াগানকে আঁকড়ে ধরলেও বামফ্রন্ট শ্রেণী সমন্বয়ের পথকে নিরাপদ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। আর এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বুর্জোয়াদেরকে শংকামুক্ত করার জন্যই ফ্রন্ট গঠনের পরেই আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বুর্জোয়া দলগুলোর 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' করে আশ্বস্ড় করেছে। গত পাঁচ বছরে বামফ্রন্ট কতবার হাসিনা-খালেদার সাথে সাক্ষাৎ করেছে সেটা রীতিমত গবেষনার বিষয়। নির্মল সেন ফ্রন্ট গঠনে একধাপ উৎসাহী হয়ে ন্যাপ, গণতন্ত্রী পার্টিকে বামপন্থী হিসাবে চালিয়ে দেবার উদ্যোগ নিয়েছেন।[৯] ন্যাপ, গণতন্ত্রী পার্টি অবশ্য নিজেদেরকে বামপন্থী হিসাবে দাবী করে না, আর করলেইবা কি আসে যায়। বামপন্থী নিধনের সঙ্গে জড়িত ইন্দিরা-মুজিব-ভুট্টো সকলেই নিজেদের বয়ানে 'সমাজতন্ত্রী' ছিলেন। যেমনটি মোজাফফর আহমদ বা আহমেদুল কবীর সাহেবরা। আহমেদুল কবীর সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ১৯৮৬ সনের সংসদে এরশাদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

বামফ্রন্ট যাদের সঙ্গে প্রকাশ্য রাজনৈতিক অভিসারের কথা ঘোষণা করছেন, তারা কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি? হাসিনা-খালেদা কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন? কোন ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী? এগুলো অতি পুরানো, প্রাথমিক অথচ মৌলিক প্রশ্ন। এ

সহজ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে রয়েছে বামফ্রন্টের স্বরূপ। বামফ্রন্টের অনেকেই অন্ড়ত প্রকাশ্যে নিজেদেরকে সিরাজ সিকদার, মনির“জ্জামান তারা, সিদ্দিক মাষ্টারসহ ১৯৭২-৭৫ আত্মোৎসর্গীত বামকর্মীদের, এবং সবাই এরশাদ বিরোধী সংগ্রামে নিহতদের রক্তের উত্তরাধিকারের দাবী করেন কিন্তু এ দাবী বাগাড়ম্বিতা এবং হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয় তখনই যখন হন্ড়কদের শ্রেণী-দলের সাথে, সরাসরি হন্ড়কদের সাথে হাত মিলায়, আলোচনায় বসেন। তখন নিজ হাতেই জড়িয়ে যায় আপন সহযোদ্ধার রক্ত।

সিপিবি অবশ্য প্রথম থেকেই মুজিবী মুজাহিদ ছিল তাই তাদের কাছে বিষয়টি তেমন বেমানান না হলেও অন্যরা যারা মুজিব-জিয়া- এরশাদের কারাগারে ছিলেন, তারা নিজেদের কাছে কি জবাব দিয়ে থাকেন। এটাই হচ্ছে ক্লাসিক স্যোশাল ডেমোক্রেসির রাজনীতি। শ্রেণীসমন্বয়ের বাস্ড়ব প্রয়োগ। মার্কসবাদী রাজনীতিতে শ্রেণীসমন্বয়ের তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। বামফ্রন্টের অনেকেই এ পথ ধরে নিজেদেরকে ধনিক শ্রেণীর কাছে গ্রহনযোগ্য করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেই পথে তৈরী হয়েছে এগারো দলীয় রংধনু জোট। ভবিষ্যতেও তৈরী হবে নানান রংধনু জোট! ফ্রন্ট!!

নির্বাচন এবং বামফ্রন্ট

রাজনৈতিক মহলে নির্বাচনী হাওয়া বইছে। তত্তাবধায়ক সরকার নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা করেছে। ডান-বাম সকলেই নির্বাচনকে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে দেখেছেন। এবারের নির্বাচনে চার দলীয় জোট নতুন মেরুকরনের জন্ম দিয়েছে। চারদলীয় জোটের অস্ড়িত্ব আওয়ামীলীগকে নির্বাচনী বিজয় সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছে। এ জোটকে ভাঙ্গতে বিভিন্ন উদ্যোগ ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্নের ও কৌতুহলের জন্ম দিয়েছে। চরমোনাই ও এরশাদের ঐক্য অথবা চারদল শেষ পর্যন্ড়ড় কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

নির্বাচনী জোট যাই হোক না কেন, নির্বাচনে সহিংসতা, কালো টাকার দৌরাত্ব সম্পর্কে কোনো পক্ষের সংশয় নেই। নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী সকলেই যে যার মত করে পেশী শক্তির ব্যবহারে অতীতের মতই সচেষ্ট হবে। নির্বাচন ব্যয়বহুল বিষয়। নির্বাচন কমিশন আইন করে ব্যয় সংকোচনের যে বিধি তৈরি কর“ক না কেনো, কার্যকার ভূমিকা রাখতে পারবে না। নির্বাচনের বিপুল পরিমাণ ব্যয় সাধারণ মানুষের পক্ষে বহন সম্ভব নয়। নির্বাচনে অংশ গ্রহনের প্রধান শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থশালী হওয়া।

এবারের নির্বাচনে হাসিনা-রেহানার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা আইন এখন নতুন ইস্যু। পক্ষপাতমূলক আইন প্রনয়ন সাধারন মানুষ সহজ ভাবে নিতে পারেনি। জনগণের নিরাপত্তাহীনতা যেখানে নিত্যসঙ্গী, সেখানে এক/দুই জন বা পরিবারের নিরাপত্তার জন্য আইন জনবিচ্ছিন্নাতারই পরিচয় বহন করে। আওয়ামীলীগ সরকারের আমলেই জননিরাপত্তা আইন প্রনীত হয়েছে। এ সব কিছু নির্বাচনে সামান্য হলেও প্রভাব ফেলবে। তবে প্রধান প্রভাবক হচ্ছে অস্ত্র-অর্থ।

গত তিন দশকের নির্বাচনে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো কোনো রকম সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। তিন দশকের বিভিন্ন নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যাবে বামপন্থী দলগুলো কখনই সমন্বিত সিদ্ধান্ড়ে পৌঁছাতে পারেনি। ১৯৮২-৯০ গণআন্দোলনে কর্মীদের ব্যপক অংশ গ্রহনের পরেও দলগত লেজুড়বৃত্তি বামপন্থী রাজনীতিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ১৯৮২-৯০ পর্যন্ড়ড় বামপন্থী দলগুলোকে ধনিকদের দল থেকে পৃথক করে দেখার অবকাশ ছিলো না।

৯১'এর নির্বাচনে অংশ গ্রহনের আগে 'বামপন্থীরা' আসন ভাগাভাগির দর কষাকষিতে আওয়ামীলীগ-বিএনপি'র সঙ্গে ব্যস্ড় থেকেছে। শেষ পর্যন্ড়ড় দর কষাকষিতে কোনো ফল হয়নি। যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ভাবমূর্তির সংকট। এ নির্বাচনে একজন সাংসদ বিজয়ী হলেও, তার কাজকর্মের মধ্যে কোন বামপন্থার ছাপ ফুটে উঠেনি। ক্ষমতাসীন বিএনপি'র সমান্ড়রালে চলা, প্রেসিডেন্ট মনোনয়নে ৭১'যুদ্ধাপরাধীকে সমর্থন, বুর্জোয়া সাংসদের সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহন মানুষের কাছে বামপন্থার ইমেজ একাকার করে দেয়।

৯১'এর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়ে উলে-খযোগ্য সংখ্যক কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ড়ড় আওয়ামীলীগের বিএনপি বিরোধী হরতালের দিনগুলোতে বামপন্থীরা প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরশাদ বিরোধী সংগ্রামে আওয়ামীলীগ-বিএনপি'র সঙ্গে ঐক্যের সুবাদে নেতৃত্বের পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী হওয়ায় অনেক বামপন্থী নেতা 'তদবির' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। পরিবহন সেক্টরে কোনো বামনেতার চাঁদাবাজি, সর্বোপরি বুর্জোয়া দলগুলোর সঙ্গে বামফ্রন্টের মাখামাখি বাম রাজনীতির প্রতি মানুষের আস্থাকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসে। এরকম অবস্থায় ১৯৯৬ এর নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে বামফ্রন্টের শীর্ষনেতাদের ভোটের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকের ঘরে। এ নির্বাচনের ফলাফল বামফ্রন্টকে দক্ষিণ দিকে ঠেলে দেয়। কেউ কেউ বিপর্যয়কে বামপন্থা পরিত্যাগের অজুহাত হিসেবে নিয়ে বামফ্রন্টকে পাশ কাটিয়ে এগারো দল গঠন করে।

আজ-কর যু-গ বু-র্জায়া-দর কোন স্বাধীন ভুমিকা নেই। বু-র্জায়ারা সাম্রাজ্যবা-দর স-ঙ্গ আ-ষ্ঠ-পৃ-ষ্ঠ বাধা । 'জাতীয় স্বার্থ' 'জাতীয় সার্ব-ভৌমত্ব' ইত্যকার শ্লোগান কখ-না বু-র্জায়া দলগু-লার কোন একটি অংশ থে-ক উঠ-ত পা-র. কিন্তু এ ধর-নর শ্লোগানের সা-থ এ দলপ্ধমৎভ কর্মসূচির কোন মিল নেই। প্রকৃত অ-র্থ ওরা সাম্রাজ্যবা-দর কৃত্রিম বি-রাধিতা ক-র জনগ-ণর কা-ছ নি-জ-দর-ক গ্রহণ-যাগ্য ক-র। বু-র্জায়া ব্যবস্থার সংকটকালীন সময় (ব্যাপক শ্রমিক অস-ন্তাষ, গণঅভ্যুত্থান, অর্থনৈতিক ধবংস) বু-র্জায়া ব্যবস্থা-ক সামান্য হের-ফর ক-র চালি-য় নেবার দায়িত্ব নি-য় থা-ক।

ড. কামাল হো-স-নর গণ-ফারাম 'জাতীয় সম্পদ' রক্ষার সংগ্রাম, আওয়ামী লীগ-বিএনপি-এর বিকল্প গঠ-নর জন্য বামমার্গী দলপ্ধমৎভ সঙ্ঘ এগা-রা দলীয় জো-টর অন্তর্ভুক্তি এর প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। জাতীয় সম্পদ (তেল-গ্যাস) রক্ষার আ-ন্দাল-নর মাধ্য-ম ড.

কামা-লর প্র-য়াজন একটি 'ক্লিন ই-মজ' তৈরীর। প্র-য়াজন অতী-তর বামপন্থী নিধ-নর কা-লা অধ্যায়-ক পাশ কাটা-না। এইজন্য ড. কামাল হো-সন গংরা র‍্যাডিক্যাল শ্লোগান তুল-ছন। এটা কোনভা-বই তেল-গ্যাস রক্ষার আ-ন্দালন নয়, এটা বু-র্জোয়া-দর প্রতিনিধি হিসা-ব বামমার্গী-দর ঘা-ড় পা রে-খ বু-র্জোয়া-দর ভবিষ্যৎ সংকট মোকা-বলার প্রস্তুতি পর্ব মাত্র। ব্যক্তিগতভা-ব ড. কামাল তেল-গ্যা-সর প-ক্ষ কথা ব-লন, আবার বি-দশী কোম্পানীগু-লার হ-য় আইন তৈরীর কাজ ক-রন-এমন সংবাদ বহুবার পত্রিকান্ত-র প্রকাশিত হ-য়-ছ। এটাই হ-চ্ছ এগা-রা দ-লর স্বরূপ। শ্রমিক-শ্রণীর পার্টি সকল প্রকার হ-য-ব-র-ল কিংবা রংধনু ঐ-ক্যর বিপরী-ত শ্রমিক শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় স-চষ্ট থা-ক।

১৯৯৬ এর সংসদ নির্বাচনে বামফ্রন্ট পুরোপুরি সুবিধাবাদী শে-াগান তোলে। বুর্জোয়া সংসদকে 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের' পথ হিসাবে ভূষিত করে লিখছে "ভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন নিশ্চিত করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গভীরতর পরিবর্তন সাধনের কর্তব্যের পাশাপাশি প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি পূর্বশর্ত।"[১১]-মানব সভ্যতার লিখিত ইতিহাসে ভোটের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কোন নজির রয়েছে কি? কোন সামাজিক পরিবর্তনই ভোটের মাধ্যমে হয়নি। ভোটের মাধ্যমে 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক' ক্ষেত্রে কোন রকম পরিবর্তন সম্ভব নয় এটা বোঝার জন্য মার্কসীয় দর্শনের দুরূহ পাঠের কোন প্রয়োজন নেই। চিলির আলেন্দ, রাজতন্ত্রকে কুর্ণিশকারী নেপালের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট নামধারীদের শাসনামল, অথবা ভারতের বামফ্রন্টের দিকে সাদাচোখে তাকালেই সত্য বেরিয়ে আসবে। এ সব শাসনামলে বুর্জোয়া ব্যবস্থার নুন্যতম হেরফের হয়নি।

বিগত নির্বাচনে বামফ্রন্ট কালো টাকামুক্ত, সন্ত্রাসবিহীন নির্বাচনের দাবী তোলে। সুন্দর দাবীগুলোর অন্ড়রালে রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। দাবী পূরণ না হলে বামফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কিনা, সে প্রশ্ন সতর্ক ও সচেতনভাবেই এড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ড় ফ্রন্টের কোন দাবী গ্রাহ্য না হলেও বামফ্রন্ট নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কিছুটা সম্বিত ফিরে পায় নির্বাচনের ফলাফলে। কালো টাকা মুক্ত নির্বাচনের দাবী সুন্দর শে-াগান বটে কিন্তু পুঁজিবাদকে নির্মূল ভিন্ন কালো টাকা মুক্ত সমাজ (নির্বাচনসহ যে কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকা-) কিভাবে সম্ভব তার নির্দেশনা বামফ্রন্টের দলিল দস্ড়াবেজে পাওয়া যাবে না। বামফ্রন্ট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন না করেও কালো টাকা মুক্ত নির্বাচন সম্ভব এমন দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে।

২০০১'র সংসদ নির্বাচনকে 'সুষ্ঠ' করার জন্য এগারো দল ছাব্বিশ দফা দাবী দিয়েছে। দাবীগুলো নিয়ে প্রেসিডেন্ট, প্রধান উপদেষ্টাসহ নানান' দায়িত্বশীলদের সাথে দফায় দফায় দেখা করেছে। কোন দাবি মেনে নেওয়া হয়নি, তবুও এগারো দল ভোট যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিজেরা দাবী তুলে সেখান থেকে সরে দাঁড়ানোই হচ্ছে স্ববিরোধিতা ।

মার্কসবাদ পুঁজিতন্ত্রকে কালো বর্বর অধ্যায় হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। শ্রমশোষণের অবসানের মাধ্যমেই একমাত্র কালো টাকা মুক্ত করা সম্ভব। যা একমাত্র প্রচলিত ধনবাদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে নির্মূল করেই নিশ্চিত করা সম্ভব। কালো টাকার পাহাড়াদার বুর্জোয়া রাষ্ট্রের (সেনা-পুলিশ-আদালত) কাছে আবেদন নিবেদন অথবা সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করে কোন ফল পাওয়া সম্ভবপর নয়। নির্বাচন সম্পর্কিত বামফ্রন্টের দাবী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংস্কারে বিশ্বাসীদের বিপ-বী মার্কসবাদীদের নয়। বাম ফ্রন্টের উত্থাপিত কেন দাবীই গ্রাহ্য হয়নি তবুও কেন ফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো সেটা বোঝা বড় দুস্কর। বামফ্রন্ট 'প্রকৃত গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্নে বিভোর। মার্কসবাদ শ্রেণী নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সকল বাক্যবাগিশতাকে নাকচ করে দেয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মিছে মায়া মরিচীকা হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এমন এক গণতন্ত্রের, যা শুধু ধনীদেরই জন্য, শুধু সংখ্যা লঘিষ্ঠের জন্য। সংখ্যালঘিষ্ঠের গণতন্ত্রকে বামফ্রন্ট প্রকৃত গণতন্ত্র হিসাবে চালিয়ে দিচ্ছে।

এবারের নির্বাচনে বামফ্রন্ট অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ড় নিয়েছে তবে সেটা এগারো দলের ব্যানারে। নির্বাচনী ইশতেহার তৈরী করেছে। এ নির্বাচনী ইশতেহারকে আওয়ামীলীগ-বিএনপি'র ইশতেহার থেকে পৃথক করার কোন উপায় রাখা হয়নি। বুর্জোয়া নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও বামফ্রন্টকে শিকেয় তোলা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা বামপন্থা থেকে ধনিক শ্রেণীর রাজনীতিতে উত্তরনের পথ যাত্রা মাত্র। এ পথ যাত্রায় ওয়ার্কাস পার্টি ও সিপিবি'র প্রাক্তন সভাপতিদ্বয় আবুল বাশার ও শহীদুল-াহ চৌধুরী গংরা নয়টি রাষ্টীয় কারখানা বিরাষ্টীয়করণের সরকারী কমিটির প্রধান মুখপত্র হিসেবে বহাল আছেন।[১২]

এগারো দলের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত হয়েছে। স্ববিরোধিতার নতুন মুদ্রণ মাত্র। ইশতেহার ঘোষণার পূর্বে জোট প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। জোটের পক্ষে সমন্বিত প্রার্থী দেওয়া সম্ভব হয়নি। একই আসনে একাধিক দলের প্রার্থী রয়েছে। কোন কোন আসনে এগারো দল 'সুশীল সমাজ' অর্থাৎ এনজিও মনোনীত প্রার্থীকেও সমর্থন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ মানিকগঞ্জ-৩ আসন। এগারো দলের আটটি দল অন্ড়ত মুখে পুঁজিবাদ বিরোধীতার কথা বলে থাকেন। পুঁজির বিরোধীতা করেন বটে তবে বহুজাতিক পুঁজির প্রতিনিধি এনজিওকে রাজনৈতিক সমর্থনে ভদ্রমহোদয়দের কোন আপত্তি নেই।

ইশতেহারে ১৯৭২'র সংবিধানকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। ১৯৭২'র সংবিধান বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসূমহের অস্ড়িত্বকে নাকচ করে দিয়েছে। আবার একই সাথে ক্ষুদ্রজাতিসূমহের জন্য নির্বাচনী ইশতেহারের বেশ কিছু অংশ বরাদ্দ করেছে। ১৯৭২'র সংবিধান ও জাতিসূমহের সমানাধিকারের প্রশ্ন পরস্পর বিপরীত মের-তে। একই সাথে দুটো বাস্ড়বায়নের কোন পথ নেই। এগারো দল ১৯৯৭ সালের 'পার্বত্য শান্ড়ি চুক্তি' বাস্ড়বায়নের দাবী তুলেছেন। ১৯৯৭'র শান্ড়ি চুক্তি সংখ্যা লঘু জাতিগুলোর জন্য কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। এমনকি জনসংহতি

সমিতি 'শান্তি চুক্তির' উদ্যোক্তারা যখন চুক্তি সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটছে, সেই মূহুর্তে এগারো দল চুক্তির পক্ষে কথা বলে আওয়ামীলীগের কর্মসুচীকেই সমর্থন করছে।

রংধনু জোট এগারোদল ঋণখেলাপীদের ব্যাপারে বেশ সরব অবস্থান নিয়েছিল। সাধারণের মধ্যে বিষয়টি প্রসংসিত হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশবাসী জানতে পারলো এগারো দলের একাধিক শীর্ষ নেতা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যাংক থেকে জনগণের অর্থ লোপাট করেছে। এক্ষেত্রে ধনিকদের দলগুলোর সাথে রংধনু জোট এগারো দলের কোন পার্থক্য থাকছে না।

জাতীয়তাবাদ,বামফ্রন্ট ও পার্বত্য সমস্যা

'দুনিয়ার মজদুর এক হও'-এ ঘোষণা দিয়ে শ্রমিক আন্তর্জাতিকতাকে বুঝায়- "শ্রমিক শ্রেণীর কোন দেশ নেই।" সাম্যবাদ সকল ধরনের জাতীয়তার বিপরীতে আন্তর্জাতিকতার পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে। কিন্তু বিপ-বী সমাজতন্ত্রের শিক্ষাকে পদদলিত করে বামফ্রন্ট ঘোষিত কর্মসূচি "বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীল চেতনার প্রসার ঘটানো" অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং এ জনপদে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিগুলোর অস্তিত্ব রাষ্ট্রীয় নিপীড়নে প্রায় বিপন্নের পথে। বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের অব্যবহিত পর থেকেই স্বনামে বেনামে সামরিক শাসন জারি রয়েছে। সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে ধ্বংস করার উগ্রবাঙালি/বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী প্রকল্প অব্যাহত রয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে নতুন শক্তি হিসাবে বামফ্রন্ট যোগ দেয়ায় ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতা বহির্ভূত উগ্রজাতীয়তাবাদীদের হাতকেই শক্তিশালী করবে।

কোন একটি জোট বা সংগঠন যখন কোন একটি নির্দিষ্ট জাতীয়তার পক্ষে সাফাই গায় তা প্রগতিশীল (!!) অথবা যে কোন মোড়কেই হোক না কেন, সেই সংগঠন বা জোটের দরজা আপনা আপনি অন্য জাতিগুলোর জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের বামফ্রন্ট নামধারী বুর্জোয়াদের বামধারা নিজেদের দরজা সংখ্যালঘু জাতিগুলোর জন্যে বন্ধ করে দিয়েছে। সাবাস (!) প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী (!!) বামফ্রন্ট.....।

বামফ্রন্ট শুধুমাত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে সাফাই গেয়েই ক্ষান্ত হয়নি। জাতিগুলোর নিয়ন্ত্রনের অধিকারকে সংসদীয় কমিটির কাছে বিসর্জন দেবার পরামর্শ দিয়ে বাসদ (খালেক) নেতা আব্দুলাহ সরকার বলছেন, "একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করে পাহাড়ি জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে দীর্ঘদিনের সমস্যার নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ নিতে হবে।"[১৩] একজন উদারনৈতিক বুর্জোয়ার মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে। মার্কসবাদী জাতিগত নিপীড়নের শ্রেণী নিপীড়নের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করে। শ্রেণী শোষণ অবসানের জন্য সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা কি? জাতিগত নিপীড়ন তথা শ্রেণী শোষণকে সংসদীয় কমিটির কাছে বিসর্জন দেওয়ার অর্থই হচ্ছে নিপীড়িত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। সংসদীয় শীতাতপ কক্ষে শ্রেণী শোষণের সমাধানে বিশ্বাসীরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী, শ্রমিক মেহনতি মানুষের মিত্র নয়। পার্বত্য সমস্যা নিয়ে সংসদীয় কমিটির আলোচনা দেশবাসীর জানা রয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর সব সরকারের আমলেই হরেক রকমের কমিটির মহড়া এবং গুরুগম্ভীর শব্দমালার প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছাড়া দেশবাসী নতুন কোন পরিবর্তন দেখেনি।

জিয়াউর রহমানের শাসনামলে আব্দুলাহ সরকারের প্রাক্তন সহযোদ্ধা শাহজাহান সিরাজ (বর্তমানে বিএনপি নেতা) এবং ১৯৯১-৯৬'র সরকারের সময় এগারো দল নেতা রাশেদ খান মেনন সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটির কার্যক্রম কোন বৈপ--বিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে। জাতি সমস্যা সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণীর নীতি হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিচূর্ণ করে নতুন ব্যবস্থার পত্তন ঘটানো। সেই লক্ষ্যে জাতিসূমহের জন্য সমমর্যাদা ও সমাধিকারের ভিত্তিতে পার্টি এবং রাষ্ট্র গঠন। সংবিধান (!) ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীলতায় আস্থাবান আব্দুলাহ সরকার সাহেবদের কাছে প্রশ্ন, পুঁজিবাদ কি কোথাও জাতি সমস্যার সমাধান করেছে? ভারতবর্ষ থেকে আয়ারল্যান্ড, কুইবেক প্যালেস্টাইন কোথাও এমন নজির রয়েছে কি ?

প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী বামফ্রন্ট পার্বত্য জাতিগুলোর উপরে সামরিক বাহিনীর বর্বর নির্যাতন সম্পর্কে অসম্ভব নিরবতা পালন করে আসছে। বামফ্রন্টের কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আশু সেনা প্রত্যাহার, স্বাধীনতাত্তোর সকল গুম-খুন হত্যা সন্ত্রাসের সাথে জড়িত উর্দিধারীদের বিচারের কোন দাবী চোখে পড়বে না। পার্বত্য সমস্যা সম্পর্কে বামফ্রন্টের শরিকদের চরম ন্যাক্কারজনক ভূমিকা চোখে পড়ে ১৯৯০'র এরশাদ সরকারের পতনের দিনগুলোতে। এরশাদ শাসনামলের সকল 'নির্বাচিত সংসদ' ও জেলা পরিষদ বাতিল ঘোষিত হলেও সেনা প্রশাসন কৃপা নির্ভর পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরিষদকে টিকিয়ে রাখা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতারা অন্যান্য জেলা পরিষদের মত পার্বত্য জেলা পরিষদ বাতিলের দাবী জানায়। সামরিক বেসামরিক আমলা নির্ভর তথাকথিত নিরপেক্ষ সরকার পার্বত্যবাসীদের দাবীকে গ্রাহ্য করেনি। বামফ্রন্টের শরিকরা 'নিরপেক্ষ সরকার'-এর পর এতবেশী আস্থাবান ছিল যে তাদের পক্ষে এতবড় একটি রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে ভাবনার কোন অবসর ছিল না। বামফ্রন্টের শরিকদের পার্বত্য জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘতকতা করেছে। এই বিশ্বাসঘাতকতাই হচ্ছে বামফ্রন্টের বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীলতার বিকাশ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার ব্যতিরেকে যে কোন ধরনের 'শান্তিচুক্তি' সন্তু লারমা কিম্বা জনসংহতি নেতাদের জন্য সামান্য সুযোগ সুবিধা এনে দিবে কিন্তু পার্বত্য সাধারণের জন-জীবনে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না। মূলত এই কথিত শান্তিচুক্তি পুরো প্রক্রিয়াকে বামফ্রন্ট ১৯৯১-৯৬'র বিএনপি সরকারের সময়ে রাশেদ খান মেননের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে সম্মতি দিয়ে এসছে। সন্তু লারমার আত্মসর্মপন নতুন করে প্রমাণ করে দিয়েছে পার্টিবুর্জোয়া বিপ-ববাদের শেষ গন্তব্য । লারমাতন্ত্র প্রথম দিক থেকেই সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করে আসছে। প্রয়াত মানবেন্দ্র

লারমা শেখ মুজিবের একদলীয় বাকশালে যোগ দিয়েছিল। সন্তু লারমা জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সমঝোতা করে কারাগার থেকে মুক্তি নিয়েছিলেন। এরশাদ, খালেদা জিয়ার সময় সন্তু লারমা সরকারের সঙ্গে আলোচনার নামে সহযোগিতায় ধন্য হয়েছেন। লারমাতন্ত্রের এই শান্তিচুক্তি হচ্ছে বিশ্বাস ঘাতকতা। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোন ধরনের শান্তি প্রক্রিয়ার প্রথম এবং প্রধান বাধা হিসাবে বিরাজ করছে সেনা প্রত্যাহার এবং পার্বত্য রাজতন্ত্র সূমহকে বিলোপ করা।

বিপ-বী মার্কসবাদীরা যে কোনো ধরনের জাতীয়তাবাদ বাঙালি, বাংলাদেশী, জম্মু অথবা লারমাতন্ত্র সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক ও সজাগ করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং বার্মার সংগ্রামরত জাতিসূমহের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ অঞ্চলসূমহের যে কোন একটি জাতিসমূহের সংগ্রামে বিজয় (এমন কি সাময়িক বিজয় অর্থাৎ জাতিসূমহের কারাগার থেকে বিচ্ছিন্নতা) এ অঞ্চলসূমহে নতুন ভৌগলিক অবস্থানের জন্ম দিতে পারে। তবে চূড়ান্ত বিজয় নির্ভর করেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ-বের সফলতার উপর। এ অঞ্চলসূমহের যে কোন একটি দেশের বিপ-বের সফলতাকে সীমানার অপর পাড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে, এ অঞ্চলের জাতিগুলোর বাঁচার অধিকার নির্ভর করছে।

বেনামী সামরিক শাস-নর অবসান ব্যতি-র-ক যে কোন 'শান্তিচুক্তি' হ-চ্ছ নীপিড়িত জাতিসমূ-হর আ-ন্দাল-নর পৃ-ষ্ঠ ছুরিকাঘাত করা। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার কাজটি লারমাতন্ত্র ক-র চ-ল-ছন। লারমাতন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রা-মর সমষ্টিগত ভূমি মালিকানা-ক ব্যক্তিগত মালকানায় রূপান্তরিত কর-ত সোচ্চার। সারা বাংলা-দ-শর মত পার্বত্য চট্টগ্রা-ম ভুমি-ক জাতীয়করণ (কৃষক-শ্রমি-কর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহ-ণ) এবং সমবায় ভিত্তি-ত কৃষি-ক আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া ভূমি সমস্যার একমাত্র সমাধান।

পার্বত্য চট্টগ্রা-মর ভূমি-ক ব্যক্তিগত মালিকানায় দি-য় দি-ল কতগু-লা পরিবা-রর ম-ধ্য ভূমিবন্টন সম্ভব? এ-কক পরিবার কতটুকু জমি পে-ত পা-র? এই জমি কি একটি পরিবা-রর জন্য য-থষ্ট? এসব প্রশ্ন-ক সার্বিকভা-ব না দে-খ লারমাতন্ত্র সংখ্যালঘু জাতিসমূ-হর ধনিক শ্রেণী গঠ-নর প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসা-ব ভূমি ব্যক্তিগত মালিকানায় দেবার সংগ্রা-ম লিপ্ত। ভূমিবন্ট-নর ফ-ল সাধারণ পরিবা-রর প-ক্ষ ভুমির আয় দি-য় জীবন ধারণ করা সম্ভব হ-য় উঠ-ব না। অভা-বর তাড়নায় কৃষক জমি বিক্রি ক-র দি-ব যা সংখ্যালঘু জাতিসমূ-হর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হা-ত চ-ল আস-ব। আর এই মধ্যবিত্তই হ-চ্ছ লারমাত-ন্ত্রর রাজনৈতিক ভিত্তি।

নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে

বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিশ্বশান্তি এবং পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে লিখছে-"জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থার গণতন্ত্রায়ন এবং প্রতিটি জাতির নিজস্ব পথ বাছাইয়ের অধিকারের জন্য দৃঢ় সংগ্রাম করা। সাম্রাজ্যবাদ নয়া উপনিবেশবাদ বর্ণবাদ আধিপত্যবাদ, নব্যনাৎসীবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা এবং এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতি ও আন্দোলন সূমহের প্রতি সংহতি জোরদার করা।"[১৫] বামফ্রন্ট সবকিছুর জন্যেই প্রাণপাত করতে প্রস্তুত কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিলোপ করতে আশ্চর্যজনক নিরব। বামফ্রন্ট চায় সংস্কার। জাতিসংঘ কি? মার্কসবাদীরা জাতিসংঘকে কিভাবে দেখবে ? খবধমঁব ড়ভ ঘধঃরড়হংকে (জাতিসংঘের প্রথম ধাপ) কমরেড লেনিন বলেছেন 'দুর্বৃত্তদের আড্ডাখানা'। দুর্বৃত্তদের আড্ডাখানা জাতিসংঘকে বামফ্রন্ট কিভাবে গণতন্ত্রায়নের বাতাস লাগাবেন তা ব্যাখ্যা করেনি। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ইরাক আক্রমণ, ইথিওপিয়ায় সৈন্য পাঠানো, এসবকিছুই জাতিসংঘের ব্যানারেই হয়েছে। এগুলো অবশ্যই মানবতা বিরোধি ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থেই হয়েছে। বিপ-বী মার্কসবাদীরা জাতিসংঘ নয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠনের উপর গুরুত্ব দিবে। জাতিসংঘের পতাকাতলে সমবেত হবার অর্থই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করা।

নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে বামফ্রন্টই জাতিসংঘকে তীর্থস্থান ভেবেছেন। বিগত দশকের নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিগুলো ছিলো 'ছেলে ভুলানো' প্রহসন মাত্র । নতুন এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরীর পরেই অপেক্ষাকৃত পুরানো অস্ত্রের নামমাত্র ধ্বংসানুষ্ঠানই নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি। বিপ-বী সমাজতন্ত্রীরা নিজ দেশের শাসক শ্রেণীকে বল পূর্বক নিরস্ত্রীকরণে বিশ্বাসী। অবশ্য বামফ্রন্ট এ ধারার বিপরীতে আপন শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে 'নিজেদের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা' এবং 'ভাল কাজের সমর্থনের' আশ্বাস প্রদানেই অধিক নিষ্ঠাবান। বলশেভিকবাদীরা নিরস্ত্রীকরণের জন্যে 'শান্তিবাদী' ধারণার বিপরীতে বিপ-বী যুদ্ধের অনুপ্রেরণায় রণকৌশল নির্ধারণ করবে। বিপ-বী নিরস্ত্রীকরন হবে ধূমায়িত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। লেনিন বলেছেন শুধুমাত্র একটি দেশেই নয় সারা পৃথিবীর সমস্ত বুর্জোয়াদের পরাস্ত নিশ্চিহ্ন এবং মূলোৎপাটন করার পরেই শুধু যুদ্ধ হয়ে পড়বে অসম্ভব।

ভিসামুক্ত বিশ্ব আন্দোলন ও বামপন্থা

ঢাকায় ভিসামুক্তবিশ্ব আন্দোলনের দেয়াল লিখন চোখে পড়ে নাই এমন মানুষ পাওয়া দুস্কর। মাত্র কয়েক বছরে স্মারকলিপি দেয়া/ লিফলেট, পোষ্টারে ভিসামুক্তবিশ্ব আন্দোলন ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। অবাধ শ্রমের যাতায়াতের দাবীতে সংগঠনটি সরব। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে জাতিসংঘের মহাসচিব, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার পর্যন্ত স্মারকলিপি দেয়া ইত্যাকার বিষয়ে সংগঠনটি বেশ কর্মপটুতার পরিচয় রেখেছে।

ভিসামুক্তের সঙ্গে নাম লিখিয়েছেন বাসদ(খা), সমাজবাদী দল, ওয়ার্কাস পার্টি, সিপিবি, সাম্যবাদী দল (দিলীপ), গনতান্ত্রিক বিপ-বী জোট-এর নেতাদের সঙ্গে এনজিও লর্ড খুশী কবীর, সামরিক-বেসামরিক আমলাসহ একঝাঁক পেটিবুর্জোয়া। ধনীরা মানুষকে

বিভ্রান্ড় করার কাজে নিয়োজিত শ্রেনী স্বার্থের কারণেই কিন্তু যখন বামদাবীদার মহল ধনীদের সুরে কথা বলে তখনই প্রশ্ন জাগে এসমস্ড় দলের বামপন্থা নিয়ে।

ক্ষুধা-দারিদ্রের পশ্চাৎভূমি বাংলাদেশের মানুষের জন্যে উন্নতদেশে চাকুরী পাবার স্বপ্ন মানুষকে বড় বেশি নাড়া দেয়। বিদেশ মানেই ডলার/ পেট্রোডলার এমন ধারাণা রয়েছে সাধারনের মধ্যে । জাতিসংঘে চাকুরীর দরখাস্ড় পেশ করা বেকার যুবককে আশান্বিত করে বৈকি!

সংগঠনটি বড় দেশের পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, উন্নত দেশসূমহে লোক স্থানান্ড়রের মাধ্যমেই দারিদ্রতা মোচন সম্ভব! আধুনিক সীমান্ড় / পাসপোর্টের সৃষ্টি এক শতাব্দিকালের কম সময়। যদি লোক স্থানান্ড়রই সমস্যার একমাত্র সমাধান হতো তবে বিগত শতাব্দীতে পৃথিবীতে কোন শোষন-বঞ্চনা থাকার কথা ছিলো না। মানবজাতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পৃথিবী কখনই(আদিম সাম্যবাদী সমাজ বাদে) শ্রমজীবী মানুষের জন্যে সুখকর ছিল না। সেকালে যেমন কারো-কারো গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গর ছিলো, ঠিক তেমনি ছিলো জমিদারের শোষন, নির্যাতন, দুর্ভিক্ষ। আজও কারো-কারো ব্যাংকভরা টাকা, গ্যারেজভরা গাড়ী রয়েছে, বিপরীতে রয়েছে বেকারত্ব, অনাহার, মানবেতর জীবন যাপন। ক্ষুধা-দারিদ্র-বেকারত্ব নির্দিষ্ট সামাজিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক অংশ। দেশান্ড়র এর কোন সমাধান নয়। যে সামাজিক কারণে শোষন ঘটে সেই সামাজিক -অর্থনৈতিক কারণ নির্মুল করা ভিন্ন কোনো পথ নেই।

গত চলি-শ বছর আগেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় কাবুল ও ইরান থেকে লোকজন জীবিকার জন্য আসতো। তাদের যাতাযাতের কোন বাধা নিষেধ ছিলো না। এই অবাধ যাতায়াত সুবিধা, অর্থাৎ ভিসামুক্ত অবস্থা কাবুল, ইরানের সাধারণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। সরবরাহ কম থাকলে চাহিদা বেশী, আর সরবরাহ বেশী থাকলে মূল্য কমে যায়। অর্থনীতির এই সাধারণ সূত্র অনুসারে ব্যাপকহারে মাইগ্রেশন কোনো সমস্যার সমাধান করবেনা।

ভিসামুক্তবিশ্ব আন্দোলন উন্নত বিশ্বের যে সমস্ড় পরিসংখ্যান দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। ভিসামুক্তবিশ্ব আন্দোলন লিখছে "ধনী পশ্চিমা দেশ বর্ণবাদী ধ্যান-ধারনার কারনে বিদেশীদের তাদের দেশে যেতে দেয় না, কারন তাদের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বিদেশিরা নাগরিক হয়ে যায়।"-বক্তব্য আংশিক সত্য, পশ্চিমা দেশগুলো বর্ণবাদী, কারন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ শোষন টিকিয়ে রাখার জন্যে বর্ণবাদী হয়ে থাকে। যেমন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শোষকগোষ্ঠী নিজ স্বাথে জাতীয়তাবাদী/ সাম্প্রদায়িকতাকে মদদ জুগিয়ে থাকে। তবে ধনীকদেশে গেলেই নাগরিকত্ব হয়ে যায় এমন ধারনা পুরোপুরির ভুল। প্রতিনিয়ত ধনিকদেশে তৃতীয় বিশ্বের মানুষেরা বিভিন্নভাবে পা রাখতে সক্ষম হলেও তাদের ব্যাপক অংশকে বহিস্কার করা হয়ে থাকে। আবার যারা অবস্থান করতে সক্ষম হন তাদের কতজনের ভাগ্যে নাগরিকত্বের সোনার হরিণ জোটে তা খোঁজ নেয়ার অবকাশ থাকে।

উন্নত বিশ্বের অব্যবহৃত জমি ব্যবহারের যে যুক্তি দেখিয়েছে, তা বিজ্ঞান সম্মত নয়। অষ্টেলিয়া/ কানাডার এক বিরাট অংশ মর অথবা বরফাবৃত। এখানে আবাদ সম্ভব নয়। আবাদ করতে সক্ষম হলেও ফসল কার ঘরে যাবে, সেটা বড় প্রশ্ন! বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন। এতে ক্ষুধা-দারিদ্রেও সমাধান হয়নি। ভূমিহীনরা ফসল উৎপাদনের কাজ করলেও ফসলের মালিক হয়েছে জমির মালিকেরা। তাই সম্পদের মালিকানা হচ্ছে প্রধান বিষয়। ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদের লড়াই হচ্ছে বেকারত্ব, ক্ষুধা বিমোচনের প্রথম ধাপ।

ধনিকদেশে অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিকে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। এতে করে সাময়িক কিছু লোকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা থাকতে পারে। উন্নত বিশ্বে কাজের বর্তমান পরিবেশ (আমাদের চেয়ে বেশী বেতন-ভাতাদি) আদায়ের জন্য সেইদেশের শ্রমিকদের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম করতে হয়েছে। আপনা আপনি এসব অধিকার আদায় হয়নি। মালিকরা এ সমস্ড় অর্জিত সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই কাজ করাতে আগ্রহী। ধরা যাক কোন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকেরা অধিক মজুরির জন্য ধর্মঘট করছে, সে কারখানায় পূর্বের বেতনে শ্রমিক সরবরাহ করলে মালিক ধর্মঘটীদের কাজ দিয়ে দিবে। এতে কিছু লোকের কাজের সুযোগ হতে পারে কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে ধর্মঘটের পিঠে ছুরিকাঘাত করা। এতে মালিক পক্ষ খুশী হবেন বৈকি! উন্নত বিশ্বে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র চলছে। এর সঙ্গে বাংলাদেশে যুক্ত হয়েছেন এমন কিছু মানুষ যারা অন্ড়ত মুখে সারা দুনিয়ার শ্রমিকের স্বার্থের কথা বলেন- সেই বামপন্থী গং এবং বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন কর্মকর্তা, ভিসামুক্ত বিশ্ব আন্দোলনের কর্ণধার মোস্ড়ফা নূর ল আমীন।

ভিসামুক্তের সঙ্গে নাম লিখিয়ে বামপন্থীরা সাধারনের কাছে ধারনা দেবার চেষ্টা করছে, ধনিকদেশগুলোতে কোন শোষন, বেকারত্ব নাই। পুজিবাদী শোষন বেকারত্ব, শ্রমিক ছাটাই, লে-অফ, লে-আউটের সৃষ্টি করছে। এসমস্ড় দেশের জীবন যাত্রার মান অনুসারে শ্রমিকরা ভাল নেই। বিশেষ করে অভিবাসিত শ্রমিকের অবস্থা আরো নাজুক।

সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, অষ্টেলিয়ার আদিবাসীরা কাজের অভাবে নিদার ন কষ্টে দিনাতিপাত করছে। আদিবাসীদের গড় আয়ু সাদা অষ্টেলিয়ানদের চেয়ে ২৮ বছর কম। অষ্টেলিয়ায় জমির অভাব নেই কিন্তু সেই জমিতে নেই মেহনতী মানুষের অধিকার। উপরন্ড় পরিবেশ বিধ্বংসী খনিজের সন্ধানে খনন, আবাদী জমিকে ধ্বংস করছে। বহুজাতিক কোম্পানীগুলো নির্ধারন করছে কোথায় কি চাষাবাদ হবে। খাদ্যশস্য না কোকেন, কফি, কলা, গম কোনটি কোন বছর চাষ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফা তৈরী হবে তা নির্ধারিত হয় পুজিবাদী সাম্রজ্যবাদীদের দ্বারা। তাই পুজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস ব্যতিরেক উন্নত বিশ্বের অনাবাদী জমিতে মেহনতী মানুষের কাজের অধিকার সৃষ্টি হবেনা। পুজিবাদকে ধ্বংসের জন্য জাতিসংঘের কাছে আবেদন নিবেদনের অবকাশ নেই।

স্বাক্ষরিত বামমার্গীরা পুঁজিবাদকে ধ্বংসের জন্য গণমানুষকে প্রস্তুতের পরিবর্তে পুজিবাদের প্রতি মোহগ্রস্থ করার দায়িত্ব নিয়েছে। বিপ-বী সমাজতন্ত্রীরা ধনিক শ্রেনী সৃষ্ট সীমান্ড় উচ্ছেদের সংগ্রামে নিয়োজিত, তবে এই সংগ্রামের সাথে জাতিসংঘসহ পুঁজিবাদীদের কাছে আবেদন নিবেদনের কোন অবকাশ নেই। দেশে-দেশে পুজিবাদী ব্যবস্থার পতন ঘটানোর মধ্য দিয়েই ভিসামুক্ত বিশ্ব সম্ভব।

একটি নির্দিষ্ট দেশে বসবাসরত শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব হচ্ছে উৎপাদন উপকরণের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশে এই সংগ্রাম থেকে শ্রমিককে মাইগ্রেশনের স্বপ্নে বিভোর করে ভিসামুক্তের নামের বিভ্রান্ড় করার প্রকল্প হাতে নিয়েছেন বামপন্থী গংরা।

বাংলাদেশের মত ভৌগলিক অবস্থানের একটি দেশের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভিসামুক্তের শে-াগান হচ্ছে ভারতীয় আগ্রাসী শক্তির জন্য বাংলাদেশকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। ভারতের শোষক গোষ্ঠী বাংলাদেশকে শুধু অর্থনৈতিক ভাবে শোষন করেই ক্ষান্ড় হতে চায় না। ভারতের শোষকরা বাংলাদেশকে উত্তর-পূর্ব ভারতের জাতিগত নিপীড়ন বিরোধী সংগ্রাম দমনে ব্যবহার করতে চায়। ইতিমধ্যেই বহুবার ভারতীয় গোয়ন্দা সংস্থা বাংলাদেশের অভ্যন্ড়রে 'বোমা উদ্ধার' ' বিচ্ছিন্নতাবাদী' গ্রেফতারের' চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। এসব কিছু জনমনে ব্যাপক অসন্ড়োষ সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় শোষকরা জনঅসন্ড়োষকে পাশ কাটানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আসছে। ভিসামুক্ত আন্দোলনের সীমান্ড় উন্মুক্তকরণ শে-াগান ভারতীয় নিপিড়ক শ্রেনীর স্বার্থ রক্ষা করে চলছে। ভিসামুক্ত আন্দোলনের নেতারা ইতিমধ্যেই বামরাজনীতিকে পুরোপুরি শ্রেণী সমন্বয়ের পথে নিয়ে আসার সফল উদ্যোগ হিসাবে বামফ্রন্টকে এগারো দলীয় 'রংধনু' জোটে র্ডপান্ড়রের প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে। এগারোদলের প্রস্তুতি পর্বের প্রাথমিক সভাগুলো ভিসামুক্তের অফিসেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ভিসামুক্ত আন্দোলনের নিজ ঘরেই গণতন্ত্রের চর্চা নেই। সংগঠনের একাধিক কেন্দ্রীয় সদস্য জানিয়েছেন সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সাধারণ সভা, কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ইত্যাকার বিষয়গুলো সম্পর্কে জবাবদিহিতার কোন নিয়ম মানা হয় না। সংগঠনটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রঙচঙ দেওয়া, মানুষকে পুঁজিবাদী ধারনায় অভ্যস্ড় করার বাহন মাত্র।

পাদটিকা:-

১। সিপিবি ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন একনায়কত্বের সহযোগী হিসাবে দল বিলুপ্ত করে বাকশালী একনায়কতন্ত্রের মধ্যে 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে ব্রতী হয়। জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের কর্মসূচীতেও সিপিবি অংশ নেয়।

২। মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দল ১৯৭৮ সালে দলের কাউন্সিলে জিয়াউর রহমানের সামরিক স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে দেশপ্রেম আবিস্কার করেন। সাম্যবাদী দলের একাংশ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগ দিয়েছে। অপর অংশ দিলীপ বড়ূয়ার নেতৃত্বে এগারো দলের শরীকদল হিসাবে অবস্থান করছে। অপর অংশ আব্দুর রউফ এর নেতৃত্বাধীন। ১৯৭৮ সনে সাম্যবাদী দলের একাংশ মোহাম্মদ তোয়াহার বিরোধীতা করে ননী দত্তের নেতৃত্বে গোপন দল হিসাবে রয়ে যায়। বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টির নেতা আবুল বাশারের সাথে জিয়াউর রহমানের গোপন যোগাযোগ গড়ে উঠে। (তথ্যের জন্য পড়ুন- আমার ধমনীতে প্রবাহিত কিষানের রক্ত লেখক আজিজ মেহের, গণপ্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১।)

৩। ১৯৮১ সালে অবিভক্ত বাসদ এবং আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন বাংলাদেশের মজদুর পার্টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেনারেল (অবঃ) ওসমানীকে সমর্থন করে। গণস্বাস্থের জাফরুল-াহ সাহেবরা নাগরিক কমিটি গঠন করে নির্বাচনে জেনারেল ওসমানীর সমর্থনে এগিয়ে আসে। বাসদ এবং তৎকালীন আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের মজদুর পার্টি উভয়ই 'নাগরিক কমিটিতে' সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। তৎকালীন বাংলাদেশ মজদুর পার্টি বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

৪। জিয়াউর রহমানের শাসনামলের প্রথমদিকে জাসদ কর্তৃক জাতীয় সরকারের শে-াগান তোলা হয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্তির ভিত্তিতে জাসদ সরকারে যোগদানের তত্ত্ব হাজির করে। জাসদ অভ্যন্তরে জাতীয় সরকার গঠনের দাবী প্রচন্ড বিতর্কের সৃষ্টি করে ১৯৮০ সালে জাসদ বিভক্তির মধ্যদিয়ে এতত্ত্ব নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তবে জাসদ কখনোই এ তত্ত্বকে ত্যাগ করেনি। জাসদ বামফ্রন্ট গঠনের অন্যতম দল। ১৯৯৬'এর আওয়ামীলীগ সরকারের সমর্থক।

৫। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ড় শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ব্রাদারহুড ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত ছিল। এই সংগঠনের দায়িত্বে ছিল লেস ওয়ালেসা।

৬। নির্বাচনী কৌশল ও বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট-নির্মল সেন, জনকণ্ঠ। ১৭ আগষ্ট ১৯৯৬। ঢাকা

৭। জনকণ্ঠ। ১ ও ২ সেপ্টেম্বর-'৯৬। ঢাকা

৮। ভ্যানগার্ড। সেপ্টেম্বর-১৯৯৪। ঢাকা।

৯। জনকণ্ঠ। ১৭ আগষ্ট-১৯৯৬। ঢাকা।

১০। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ঘোষণা, কমসুচি কর্মধারা ও বিধিবিধান।

১১। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সুপারিশ, ৯ অগাষ্ট, ১৯৯৪।

১২। বাংলাদেশ গেজেট, ৯ নং গেজেট,২০০০সন। ২রা মার্চ,২০০০।

১৩। রাডার, ১৬ ডিসেম্বর। ৯৪ সংখ্যা। হিল লিটারেচার ফোরামের অনিয়মিত প্রকাশনা

১৪। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ঘোষণা, কমসুচি কর্মধারা ও বিধিবিধান।

সোভিয়েতের পতন, সমাজবাদী দলের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে

বাম গনতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যতম শরিক শ্রমিক কৃষক সমাজবাদীদল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলাদেশের বাম রাজনীতির স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে নবমূল্যায়ন অতি প্রয়োজন। সমাজবাদী দল প্রথম থেকেই স্টালিনীয় ধারাকে সমালোচনায় আনলেও পার্টি গঠন প্রশ্নে চরমভাবে স্টালিনবাদকেই অনুসরণ করেছে। স্টালিনবাদের উঠতি সময়ে অনেকেই ভুলকরে সমাজবাদী দলকে 'ট্রট্রস্কিবাদী' হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। যেমন ভারতের জঝচ ও বিপ-বী কমিউনিষ্ট পার্টি (জঈচও)কে ভুলভাবে ট্রট্রস্কিবাদী হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। সমাজবাদী দল অবশ্য নিজেদেরকে 'লেনিনবাদী'(!) হিসেবে পরিচয় দিতে আগ্রহী। কর্মের দিকনির্দেশনাই প্রমাণ করে .....। সমাজবাদী দলের পার্টি গঠন, বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল্যায়ন, এই সবকিছুই প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, সমাজবাদী দলের গন্ড্ব্য কোথায়?

শ্রমিক শ্রেনীর পার্টি ও সমাজবাদী দল

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্ড়িত্ব রয়েছে। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীই একমাত্র বিপ-বী। কৃষকের কোন স্বাধীন সত্তা নেই, সম্পত্তির মালিক হিসাবে বুর্জোয়া শ্রেনীরই অংশ। বিপ-বী পরিস্থিতিতে কৃষকদের একটি অংশ বিপ-বের সহায়ক শক্তি হিসাবে সর্বহারাকে অনুসরণ করতে পারে মাত্র। লেনিনের মৃত্যু পরবর্তীতে স্টালিন বলশেভিকবাদকে বিকৃত করে শ্রমিক-কৃষক পার্টি গঠনের তত্ত্ব হাজির করেন। শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল লেনিনীয় বলশেভিক ধারণার বিপরীতে দুই শ্রেণীর পার্টি গঠন করেছে।

শ্রমিক-কৃষক পার্টি সম্পর্কে লেনিন বলেন "সর্বহারা ও কৃষকের ঐক্য কখনোই দুই শ্রেনীর একত্রীকরন অথবা শ্রমিক-কৃষকের পার্টি হিসাবে উপস্থাপন করা ঠিক নয়। শ্রমিক-কৃষকের যে কোন ধরনের একত্রীকরন অথবা দীর্ঘমেয়াদী আপোস রফা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক শ্রেনির পার্টি ও বিপ-বী গনতান্ত্রিক সংগ্রামকে দূর্বল করবে।"[১]

লেনিন অত্যন্ড় নির্মমভাবেই শ্রমিক-কৃষক পার্টি গঠনের বিরোধীতা করেছেন। শ্রমিক ও কৃষকদের দুই শ্রেণীর পার্টি গঠনের ধারণা রাশিয়ান নারদনিকদের, বলশোভিকদের নয়। দুই শ্রেণীর (শ্রমিক ও কৃষক) পার্টি গঠনের তত্ত্ব লেনিনীয় ধারণার বিপরীতে ষ্ট্যালিনের প্রতিক্রিয়াশীল পথ। শ্রমিক-কৃষক দুই শ্রেণীর পার্টি সম্পর্কে ট্রটস্কী বলেন, " শ্রমিক-কৃষক পার্টি একমাত্র বুর্জোয়াদের ভিত্তি, মোড়ক ও ংঢ়ৎরহম নড়ধৎফ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[২] ভারত, জাপান, চীনের বিলুপ্ত শ্রমিক-কৃষক পার্টিগুলোর অতীত ইতিহাস ট্রটস্কীর ভাষ্যকে সত্য প্রমাণিত করে।

ভারতের আরএসপি বাংলাদেশের সমাজবাদী দলের কয়েক দশকের অতীত এ কথা স্পষ্ট করে প্রমাণিত করে। ভারতের আরএসপি দল কখনো কখনো বাংলা কংগ্রেস, ভিপি সিংহ বা অন্য বুর্জোয়া দলগুলোকে সমর্থন করে আসছে। আর সমাজবাদী দল কখনো পনের দল, বাইশ দল, লিয়াজোঁ কমিটি নামে বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি বা মধ্যস্থতার কাজ করেছে। শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীর পার্টি মধ্যপন্থা সৃষ্টির তত্ত্ব মাত্র। এই মধ্যপন্থাই হচ্ছে পের্টি বুর্জোয়া বিপ-ববাদ। যা সর্বশেষ আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীলতার চর্চায়।[৩]

সমাজবাদী দল লেনিনবাদী দাবীদার হয়েও লেনিনকে পরিহারে সিদ্ধহস্ড়। অক্টোবর বিপ-বের পর রাশিয়ার বিপ-বের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করতে গিয়ে ১৯১৮ সালে অত্যন্ড় নির্মোহ ভাবে লেনিন লিখেছেন-'কৃষকদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে সন্দিহান পূর্ণ, আমরা সবসময়ই পৃথকভাবে সংগঠিত করবো। এদের বির"দ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবো, যতদূর পর্যন্ড় কৃষকরা বুর্জোয়া অথবা সর্বহারা শ্রেনীর পক্ষে যাবে।"[৪]

সুভাস বোস ও সমাজবাদী দল

সমাজবাদী দল সম্পাদক নির্মল সেন হিটলারের বন্ধু এবং জাপ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী সুভাষ বোস এবং তার দলকে বামপন্থী হিসাবে দেখে থাকেন।[৫] ফরোয়ার্ড ব-ক বা সুভাষ বোস যদি সমাজতন্ত্রী হয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহে সেটা মার্কস-লেনিনের সমাজতন্ত্র নয়। শ্রেণী সংগ্রাম, সর্বহারা, একনায়কত্ব ব্যক্তি সম্পত্তি বিলোপের পথে নয়। সুভাষ বোসের 'সমাজতন্ত্র' হিটলারের পথে, জাপ সাম্রাজ্যের 'বৃহত্তর এশিয়া' সৃষ্টির সহায়তার পথেই।

নির্মল সেন সুভাষ বোসের হিটলারের বিরোধীতার অতি নগন্য ও হাস্যকর যুক্তি তুলে ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, "সুভাষ বসু বার্লিন থাকাকালে জার্মান সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। হিটলার এই হামলার জন্য সুভাষ বসুর কাছে সাহায্য চায়। .....সুভাষ বসু এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমরা বৃটিশের বির"দ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দেশ ছেড়েছি। .....এর পরবর্তীকালে সুভাষ বসুকে জার্মান ছেড়ে জাপান আসতে হয়।"[৬] এটি একটি নামগোত্রহীন উদ্ধৃতি। যা কোন গুর"ত্বপূর্ণ আলোচনায় আসে না। সুভাষ বোসের জার্মান ছেড়ে জাপান আসার কারণ জাপানকে 'বৃহত্তর এশিয়া' গঠন অর্থাৎ জাপানকে সাম্রাজ্য বিস্ড়ারে সহযোগিতা করা। যুদ্ধকালীন সময়ে জাপান ও জার্মানের কোন পার্থক্য ছিল না। তাই সুভাষ বোস হিটলারের বিরোধীতা করে জাপান এসেছিলেন-একথা সত্যের অপলাপ মাত্র। নির্মল সেন হিটলার কর্তৃক দশজন ভারতীয় যুদ্ধবন্দী হত্যা হবার বিষয়টি সুভাষ বসুর পক্ষে একটা প্রামাণ্য

যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়ে জার্মান জাত্যাভিমানীদের বর্ণবাদী হামলায় হত্যার স্বীকার হয়েছিল ইহুদী, চেক, জিসপীসহ বহু জাতি এবং বর্ণের মানুষ। বর্ণবাদী হামলার শিকারদেরকে সুভাষ বোসের রাজনৈতিক কর্মকা ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রবণতা ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা মাত্র।

হিটলারের বন্ধু জাপ সাম্রাজ্যের মিত্র সুভাষ বোস কি করে বিপ-বী ধারার নেতা হলেন তার ব্যাখ্যা সমাজবাদী দলের দলিল দস্তাবেজে পাওয়া যাবেনা। বলশেভিকবাদীরা ফ্যাসিবাদের মিত্রকে কখনোই বিপ-বী ধারার নেতা মনে করে না এবং যারা এরূপ মতামত প্রকাশ করে তাদের সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্ক ক্ষীণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে শুধু ভারতের পরাধীনতা মুক্তির সংগ্রাম হিসাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রবণতা বড় বেশী আত্মকেন্দ্রীক জাতীয়তাবাদী মানসিকতা। বিপ-বী মার্কসবাদীরা যুদ্ধ ও বিপ-বকে সব সময়ই শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান টার্গেট ছিল পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। বিপ-বীরা সোভিয়েত শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রতি নি:শর্ত সামরিক সমর্থনকে মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করেই যুদ্ধকালীন রণনীতি রণকৌশল নির্ধারণ করবে। সুভাষ বোসকে বিপ-বী ধারার নেতা মনে করার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যালিনবাদীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নি:শর্ত সামরিক সমর্থনকে পদদলিত করছে। সুভাষ বোসের মদদদাতারা সকলেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান শত্র ছিল। সে সময়ে অভিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ষ্ট্যালিন অনুসৃত শ্রেণী সমন্বয়ের পথ গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্ড় রিত করা 'স্বদেশে শাসকরাই প্রধান শত্র ' বলশেভিক মার্কসবাদী রণকৌশলকে পদদলিত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিদান হিসাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (!) সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

অপরদিকে বিপ-বী সমাজতন্ত্রী দল (জঝচ) সাধারণভাবেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্ড়রের শে-াগান আঁকড়ে ধরে কিন্তু সুভাষ বোসের ফরোয়ার্ড ব-কের সাথে ঐক্যের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সামরিক সমর্থনকে অবজ্ঞা করে। সে সময়ে বিপ-বী সমাজতন্ত্রী দলের (জঝচ) ভূমিকা ছিল বামমার্গী। সুভাষ বোসের দলের সঙ্গে যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক মিত্রতার অর্থ হচ্ছে জাপ-জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করা।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং আর. এস. পি এই দুই ধারার বিপরীতে তৎকালীন চতুর্থ আন্ড়র্জাতিকের ভারতের শাখা ভারতের বলশেভিক মজদুর পার্টি সীমিত শক্তি নিয়ে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি গ্রহণ করে। বলশেভিক মজদুর পার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইকে গৃহযুদ্ধে রূপান্ড়রিত করা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নি:শর্ত সামরিক সমর্থন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের (ভারত ছাড় আন্দোলন) পক্ষে দাঁড়ায়।[৭] অপরদিকে স্টালিনবাদীরা বৃটিশকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান এমনকি ব্রিটিশ বিরোধি আন্দোলনকে দমনের জন্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে।[৮]

ছোট খাটো কোন বিষয়ে সমাজবাদী দল ষ্ট্যালিনবাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেও পার্টি গঠনে এরা ষ্ট্যালিনীয় পথকে অবলম্বন করছে। সমাজবাদী দল পপুলার ফ্রন্টকে নাকচ করে দেবার কথা ঘোষণা করলেও বুর্জোয়া পার্টি'র মিতালীতে ধন্য হচ্ছে। বিগত দুই দশক সমাজবাদী দল কোন না কোন বুর্জোয়া পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে রাজনীতির মাঠে রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে কথা ও কাজের সমন্বয় হীনতার উদাহরণ।

তথ্যসূত্র

1 V. I. Lenin cw Vol-XI, Part 1

২. Trotsky, The Third International After Lenin, page 223

৩ বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ঘোষণা ও কর্মসূচি

4 V. I. Lenin cw Vol-VI, page-113

৫.সমাজ চেতনা, অক্টো-নভ'৯৬

৬. .সমাজ চেতনা, অক্টো-নভ'৯৬

৭. Trotskyism in India-by. Ervin the revolution history vol.- 1 no.-4, 1988-89 Vol. 6 no 1

৮(র) ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুলিশের সাথে গোপন যোগাযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য The illustrated weekly of India 18 March, 25, March, 1st April and 8th April of 1984.

রর) "সোমেন চন্দ্র হত্যা কামাল লোহানীর লেখা, আমার বক্তব্য"- নির্মল সেন, সমাজ চেতনা অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যা ১৯৯৬ তে আরএসপি কর্মীকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক ধরিয়ে দেওয়া এবং মামলায় সরকারী সাক্ষ্য হবার ঘটনা বর্ণনা করেছেন

সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠ-নর মৌলিক দিকসমূহ

সোভি-য়ত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউ-রা-পর অধ:পতিত ও বিকৃত শ্রমিক রাষ্ট্রসমূ-হর পত-নর পর থে-ক বু-র্জোয়া প্রচার মাধ্য-ম 'সমাজতন্ত্র' 'কমিউনিজ-মর' পতন হ-য়-ছ এমন ধর-নর সরব প্রচারণা জনগণ-ক ব্যাপকভা-ব বিভ্রান্ত কর-ত সক্ষম হ-য়-ছ। সোভি-য়ত ব্ল-কর পতন-ক সঠিকভা-ব ব্যাখ্যা কর-ত সক্ষম না হওয়ায় বামপন্থী কর্মীমহ-ল হতাশার পরিমাণ কম নয়। আজ 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি উচ্চারণ কর-তও অ-নক বামপন্থী কর্মী দ্বিধাগ্রস্ত। অ-ন-ক আবার বাম -নতৃ-ত্বর প্রতি আস্থা হারি-য় নিস্ক্রিয় ও দি-শহারা। আজ সকল শক্তি আধা-খেঁচড়া বাম, অতিবাম কিংবা বাম ঘরাণাভূক্ত তথাকথিত 'উদারনৈতিক বাম,' প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থার প্রতি অনুগত কমিউনিষ্ট সবাই সত্যিকা-রর বিপ্লবী শক্তির বিরু-দ্ধ জোট বেঁ-ধ-ছ। এই হতাশার বিরু-দ্ধ সংগ্রাম ক-র সঠিক মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী দল গঠন আশু প্র-য়াজন, এবং এই প্র-য়াজন অতী-তর যে কোন মুহূ-র্তর চে-য় এখন বেশী ক-র অনুভূত হ-চ্ছ। দল গঠন কো-না যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃ-ত্ব সমা-জ সক্রিয় ও জীবন্ত গণতান্ত্রিক সংগঠন, বিপ্লবী আ-ন্দালন ও মেহনতী মানু-ষর লড়াই-য়র প্রতিটি ক্ষণ ধারণ ক-র গ-ড় তুল-ত হ-ব দল।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র-ক উ-চ্ছ-দর জন্য প্র-য়াজন শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল-যা সকল ক্ষে-ত্রই নি-জ-দর স্বাধীন স্বকীয়তা বজায় রে-খ কর্মসূচি ও রণ-কৌশল নির্ধারণ কর-ব। এই ধর-নর দল গঠ-নর জন্য আমা-দর সাম-ন র-য়-ছ মার্ক্স-এ-ঙ্গলস-লেনিন, ট্রটস্কি রোজলু-ক্সমবার্গ এর শিক্ষা ও ক-র্মর দিশারী বিশ্ব শ্রমিক আ-ন্দাল-নর সফলতা ও ব্যর্থতা। এ থে-ক শিক্ষা নি-য়ই নতুন ক-র বিপ্লবী পার্টি গঠ-নর প্র-য়াজনীয়তা দেখা দি-য়-ছ। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল গঠ-নর প্রক্রিয়া ব-ড়া-বশী চড়াই-উৎরাই-য়র মধ্যদি-য় অগ্রসর হয়। এই কঠিনতম প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি-ত অগ্রসর হ-ত হ-ব। পার্টি গঠ-নর বিভিন্ন পর্যায় প্রোপাগান্ডা, আ-ন্দালন-সংগ্রা-মর বিভিন্ন ধা-পর সা-থ জড়িত। পার্টি গঠ-নর সকল বিষয়-ক পূর্বা-হ্ন চিহ্নিত করা সম্ভব না হ-লও মার্ক্সবাদী আ-ন্দাল-নর দেড়শত বছ-রর অভিজ্ঞতার আ-লা-ক কর্মসূচি প্রণয়-নর -মৌলিক বিষয়সমূহ-ক নির্ধারিত ক-র অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

অধ্যয়ন ও প্রতিনিয়ত প্র-য়াগিক কর্মকা-ন্ডর মধ্য দি-য়ই বিকশিত হ-ত পা-র শ্রমিক শ্রেণীর দ-লর ভ্রূণ। শ্রমিক শ্রেণীর দ-লর সঠিক বিকা-শর প্রাথমিক শর্তসমূহ-ক তু-ল ধরা হল-

আদর্শিক ভিত্তি: শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি মার্ক্স-এ-ঙ্গলস-লেনিন, ট্রটস্কি রোজা লু-ক্সমবার্গ এর কর্ম পদ্ধতি দল গঠ-নর দিশারী হিসা-ব গ্রহণ কর-ব।

লেনিন ও ট্রটস্কির -নতৃত্বাধীন তৃতীয় আন্তর্জাতি-কর প্রথম পাঁচ কং-গ্র-সর নীতিমালা ও পঞ্চা-শর দশ-ক বিভ্রান্ত ও বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চতুর্থ আন্তর্জাতি-কর নীতিমালা-ক দল এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরীর হাতিয়ার হিসা-ব গণ্য কর-ব।

শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা: পুঁজিবাদী শোষণ সমূ-ল উ-চ্ছ-দর সংগ্রা-ম একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। শি-ল্পান্নত দেশ এমনকি বাংলা-দ-শর মত সাম্রাজ্যবা-দর অধীনস্ত দেশসমূ-হ একমাত্র শ্রমিক -শ্রণীই পা-র নেতৃত্ব দি-ত। বাংলা-দ-শর মত দে-শর ক্ষে-ত্র শ্রমিক শ্রেণীর সা-থ কৃষি শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষ-কর মৈত্রী আবশ্যক।

শ্রমিক-কৃষক (ভূমি শ্রমিক)এর মৈত্রীর অর্থ কখ-নাই হ-রক রক-মর দুই শ্রেণীর (শ্রমিক ও কৃষক) পার্টি গঠ-নর ধারণা (ইষশদনসঢ়) নয়। (বিস্তারিত ত-থ্যর জন্য পড়ুন ঝবন ঝবভক্ষধ ঐশঢ়নক্ষশতঢ়ভষশতর তপঢ়নক্ষ কনশভশ)।

লেনিন এবং ট্রটস্কি দুই শ্রেণীর পার্টি গঠ-নর বিরু-দ্ধ নিরন্তর সংগ্রাম ক-র -গ-ছন। লেনি-নর মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিনবাদীরা দে-শ দে-শ ওর্য়াকার্স-এন্ড পি-জন্ট পার্টি গঠ-নর কসরৎ প্রদর্শন ক-র আসছিল। ট্রটস্কি দুই শ্রেণীর পার্টি গঠ-নর প্রতিক্রিয়াশীল ত-ত্ত্বর অনুশীল-নর বিরু-দ্ধ সংগ্রাম ক-র-ছন। পার্টি গঠ-নর প্র-শ্ন আমা-দর-কও সব সময় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃ-ত্বর ধারণা-ক উ-র্দ্ধ তু-ল ধর-ত হ-ব।

নীপিড়িত জাতিসমূ-হর আত্মনিয়ন্ত্র-ণর অধিকার: বিপ্লবী মার্ক্সবাদীরা সকল জাতির সমানাধিকা-রর দাবী-ক স্বীকার ক-র। সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্র-ণর অধিকার থে-ক বিচ্ছিন্ন হবার স্বাধীনতা-ক সমর্থন ক-র। এর অর্থ এই নয় যে মার্ক্সবাদীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠ-নর জন্য অনুপ্রাণিত কর-ছ। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃ-ত্ব আত্মনিয়ন্ত্র-ণর সংগ্রাম হ-চ্ছ পেটিবু-র্জোয়া জাতীয়তাবাদী দ-লর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী সংগ্রা-মর বিরু-দ্ধ সকল জাতির সমানাধিকা-রর ভিত্তি-ত আন্তর্জাতিকতার পতাকা-ক উ-র্দ্ধ তু-ল ধরা। কোন নিপীড়িত জাতিসমূ-হর সংগ্রা-মর প্রতি সমর্থন দ্বারা কখ-নাই -সই নির্দিষ্ট ভূখ-ন্ড প্রাধান্য বিস্তারকারী নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল-ক সমর্থন করা বুঝায় না। উদাহরণস্বরূপ আমরা পার্বত্য চট্টগ্রা-মর সংখ্যালঘু জাতিসমূ-হর আত্মনিয়ন্ত্র-ণর সংগ্রাম-ক পূর্ণাঙ্গ সমর্থন করি। কিন্ত কোন অ-র্থই লারমাতন্ত্র-ক সমর্থন করি না। লারমাতন্ত্র হ-চ্ছ পেটি-বু-র্জোয়া জাতীয়তাবাদী, যা নি-জ-দর-ক বাঙালি বু-র্জোয়া-দর স্থলাভিষিক্ত কর-ত চায়। সত্ত-রর দশ-ক লারমাতন্ত্র 'রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি' গঠন ক-র বিপ্ল-বর স্বপ্ন দেখি-য় নিপীড়িত জাতিসমূ-হর মুক্তিআকাঙ্খী মানুষ-দর-ক সংগঠিত ক-র বু-র্জোয়া-দর সা-থ একটি দরকষাকষির জায়গা তৈরী ক-র।
এই দরকষাকষির প্রক্রিয়া-ত লারমাতন্ত্র রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি বি-লাপ ক-র বাকশা-ল যোগ -দয়। যেমনটি সিপিবি বাকশা-লর স্বৈরশাস-নর ম-ধ্য সমাজত-ন্ত্রর সন্ধান পে-য়ছিল। পরবর্তী-ত লারমাতন্ত্র জিয়া-এরশাদ-হাসিনা-খা-লদার সা-থ দরকষাকষি ও চুক্তি-ত আবদ্ধ হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রা-ম বেনামী সামরিক শাস-নর অবসান ব্যতি-র-ক যে কোন 'শান্তিচুক্তি' হ-চ্ছ নীপিড়িত জাতিসমূ-হর আ-ন্দাল-নর পৃ-ষ্ঠ ছুরিকাঘাত করা। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার কাজটি লারমাতন্ত্র ক-র চ-ল-ছন। লারমাতন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রা-মর সমষ্টিগত ভুমি মালিকানা-ক ব্যক্তিগত মালিকানায় রূপান্তরিত কর-ত সোচ্চার। সারা বাংলা-দ-শর মত পার্বত্য চট্টগ্রা-ম ভূমি-ক জাতীয়করণ (কৃষক-শ্রমি-কর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহ-ণ) এবং সমবায় ভিত্তি-ত কৃষি-ক আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া ভূমি সমস্যার একমাত্র সমাধান।

পার্বত্য চট্রগ্রা-মর ভূমি-ক ব্যক্তিগত মালিকানায় দি-য় দি-ল কতগু-লা পরিবা-রর ম-ধ্য ভূমিবন্টন সম্ভব? এ-কক পরিবার কতটুকু জমি পে-ত পা-র? এই জমি কি একটি পরিবা-রর জন্য য-থষ্ট? এসব প্রশ্ন-ক সার্বিকভা-ব না দে-খ লারমাতন্ত্র সংখ্যালঘু জাতিসমূ-হর ধনিক শ্রেণী গঠ-নর প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসা-ব ভূমি ব্যক্তিগত মালিকানায় দেবার সংগ্রা-ম লিপ্ত। ভূমিবন্ট-নর ফ-ল সাধারণ পরিবা-রর প-ক্ষ ভূমির আয় দি-য় জীবন ধারণ করা সম্ভব হ-য় উঠ-ব না। অভা-বর তাড়নায় কৃষক জমি বিক্রি ক-র দি-ব যা সংখ্যালঘু জাতিসমূ-হর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হা-ত চ-ল আস-ব। আর এই মধ্যবিত্তই হ-চ্ছ লারমাত-ন্ত্রর রাজনৈতিক ভিত্তি।

শান্তিচুক্তি-ত সংখ্যালঘু জাতিসমূ-হর আত্মনিয়ন্ত্র-নর অধিকার উ-পক্ষিত হ-য়-ছ। চুক্তির ক-য়ক বছর পর লক্ষ্য কর-ল দেখা যা-ব স্বয়ং জনসংহতি সমিতি শান্তি চুক্তির যৌক্তিকতা সম্প-র্ক ভিন্নভা-ব চিন্তা কর-ছ (আজ-কর কাগজ, ২৫-শ সে-প্টম্বর, ২০০০)।

পপুলার ফ্রন্ট:

শ্রমিক শ্রেণীর সা-থ এটা কোন বিপ্লবী কৌশল নয়, বিশ্বাসঘাতকতা। ১৯৩৬ সা-ল স্পেন থে-ক ১৯৭৩ সা-লর চিলি পর্যন্ত বিভিন্ন দে-শ সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা দখ-লর সকল সম্ভাবনা ষ্টালিনবাদীরা পপুলার ফ্রন্ট-বু-র্জায়া-দর সা-থ ঐক্য ক-র বিপ্ল-বর সম্ভাবনা-ক ধবংস ক-র ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরত-ন্ত্রর পথ-ক উন্মুক্ত ক-র-ছ। বিপ্লবী মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় কিংবা ক্ষমতার বাই-র বু-র্জায়া-দর সা-থ সকল ধর-নর 'ঐক্য/জোট' এর বি-রাধী।

উপনি-বশ ও নয়াউপনি-বশিক দেশসমূ-হ সাম্রাজ্যবাদ বি-রাধী জো-টর না-ম শ্রেণী সমন্ব-য়র তত্ত্ব হাজির করা হয়। আজ-কর যু-গ বু-র্জায়া-দর কোন স্বাধীন ভুমিকা নেই। বু-র্জায়ারা সাম্রাজ্যবা-দর সা-থ আ-ষ্ঠ-পৃ-ষ্ঠ বাধা। 'জাতীয় স্বার্থ' 'জাতীয় সার্ব-ভৌমত্ব' ইত্যাকার শ্লোগান কখ-না বু-র্জায়া দলগু-লার কোন একটি অংশ থে-ক উঠ-ত পা-র কিন্তু এ ধর-নর শ্লোগা-নর সা-থ এ সমস্ত দলসমূ-হর কর্মসূচির কোন মিল নেই। প্রকৃত অ-র্থ ওরা সাম্রাজ্যবা-দর কৃত্রিম বি-রাধিতা ক-র জনগ-ণর কা-ছ নি-জ-দর-ক গ্রহণ-যাগ্য ক-র। বু-র্জায়া ব্যবস্থার সংকটকালীন সময় (ব্যাপক শ্রমিক অস-ন্তাষ, গণঅভ্যুত্থান, অর্থনৈতিক ধবংস) বু-র্জায়া ব্যবস্থা-ক সামান্য হের-ফর ক-র চালি-য় নেবার দায়িত্ব নি-য় থা-ক।

ড. কামাল হো-স-নর গণ-ফারাম 'জাতীয় সম্পদ' রক্ষার সংগ্রাম, আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র বিকল্প গঠ-নর জন্য বামমার্গী দলসমূ-হর সা-থ এগা-রা দলীয় জো-টর অন্তর্ভুক্তি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাতীয় সম্পদ (তেল-গ্যাস) রক্ষার আ-ন্দাল-নর মাধ্য-ম ড. কামা-লর প্র-য়াজন একটি 'ক্লিন ই-মজ' তৈরীর, প্র-য়াজন অতী-তর বামপন্থী কর্মী-দর হত্যার কা-লা অধ্যায়-ক পাশ কাটা-না। এজন্য ড. কামাল হো-সন গংরা র‍্যাডিক্যাল শ্লোগান তুল-ছন। এটা কোনভা-বই তেল-গ্যাস রক্ষার আ-ন্দালন নয়, এটা বু-র্জায়া-দর প্রতিনিধি হিসা-ব বামমার্গী-দর ঘা-ড় পা রে-খ বু-র্জায়া-দর ভবিষ্যৎ সংকট মোকা-বলার রক্ষাকবচ। ব্যক্তিগতভা-ব ড. কামাল তেল-গ্যা-সর প-ক্ষ কথা ব-লন, আবার বি-দশী কোম্পানীগু-লার হ-য় আইন তৈরীর কাজ ক-রন-এমন সংবাদ বহুবার পত্রিকান্ত-র প্রকাশিত হ-য়-ছ। এটাই হ-চ্ছ পপুলার ফ্র-ন্টর স্বরূপ।

শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি সকল প্রকার হ-য-ব-র-ল কিংবা রংধনু ঐ-ক্যর বিপরী-ত বল-শভিকবা-দর পতাকা-ক উ-র্দ্ধ তু-ল ধ-র শ্রমিক শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় স-চষ্ট থা-ক।

গেরিলা পথ নয় স্থায়ী বিপ্লব:

সাম্রাজ্যবাদী যু-গ বু-র্জায়া-দর প-ক্ষ গণতান্ত্রিক বিপ্ল-বর কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বু-র্জায়া গণতান্ত্রিক বিপ্ল-বর কাজ একমাত্র সর্বহারা শ্রেণী ও কৃষ-কর মৈত্রীর ভিত্তি-ত 'সর্বহারা একনায়কত্ব' কা-য়-মর মাধ্য-মই সম্ভব। উপনি-বশিক, আধা-উপনি-বশিক দেশসমূ-হ একমাত্র বিপ্লবী সর্বহারা -শ্রণীই পা-র জাতীয় মুক্তির নেতৃত্ব দি-ত। বু-র্জায়া-দর কোন অংশই এ-ক্ষ-ত্র প্রগতিশীল ভূমিকা পালন কর-ত পা-র না। ১৯১৭ সা-লর রুশ বিপ্ল-বর অভিজ্ঞতা দুই স্তর বিপ্ল-বর তত্ত্ব-ক নাকচ ক-র দি-য়-ছ। মেন-শভিকরা বু-র্জায়া কা-দর (ইতধনঢ়) পার্টির সা-থ রাজনৈতিক ঐক্য ক-র বু-র্জায়া বিপ্লব সম্পন্ন করার প্রস্তাব ক-রছিল।

১৯০৫ সা-লর বিপ্লব থে-ক শিক্ষা গ্রহ-ণ ব্যর্থ হ-য় মেন-শভিকরা ১৯১৭ সা-ল সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল-বর সময় আবা-রা বু-র্জায়া-দর সা-থ ঐ-ক্যর শ্লোগান তু-লছিল। সর্বহারা শ্রেণী ও বু-র্জায়া-দর সা-থ ঐ-ক্যর ধারণাই হ-চ্ছ বু-র্জায়া-দর পদত-ল শ্রমিক-কৃষ-কর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া।

রাশিয়ায় বিপ্ল-বর প্র-শ্ন লেনি-নর বল-শভিক এবং ট্রটস্কীর স্থায়ী বিপ্ল-বর তত্ত্ব অ-নক বেশী কাছাকাছি ছিল। উভয় নেতাই ম-ন কর-তন বু-র্জায়া-দর প-ক্ষ আর কোন স্বাধীন এবং বৈপ্লবিক ভুমিকা পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু বল-শভিক শ্লোগান ছিল সর্বহারার ও কৃষ-কর গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, যার মধ্য দি-য় বল-শভিকরা প্রকৃতপ-ক্ষ দুই শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষ-ণর কথা ব-লছিল।

১৯১৭ সা-লর ফেব্রুয়ারী বিপ্ল-বর প-র লেনিন পু-রা-না শ্লোগা-নর বিপরী-ত 'এপ্রিল থিসিস' এ সরাসরি সর্বহারা একনায়ক-ত্বর ত-ত্বর প-ক্ষ দাঁড়ান যা প্রকৃত অ-র্থ ট্রটস্কীর স্থায়ী বিপ্ল-বর অনুরূপ। লেনিন এপ্রিল থিসিস নি-য় পুরা-না বল-শভিক-দর প্রচন্ড বি-রাধীতার সম্মুখীন হ-য়ছি-লন। এই প্রথমবা-রর মত লেনিন বল-শভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি-ত

সংখ্যালঘু হ-য়ছি-লা। দ্বি-স্তর বিপ্ল-বর পুরা-না তত্ত্ব-ক যারা আঁক-ড় ধ-রছিল তা-দর উ-দ্দ-শ্য লেনিন ব-লছি-লন 'যারা এখ-না সর্বহারা ও কৃষ-কর গণতান্ত্রিক একনায়ক-ত্বর কথা ব-লন তা-দর স্থান বল-শভিক জাদুঘ-র'।

লেনি-নর অসুস্থতার দিনগু-লা ও মৃত্যু পরবর্তী-ত ষ্টালিন ও অন্যান্য 'পুরা-না' বল-শভিকরা লেনি-নর এপ্রিল থিসিস ও ট্রটস্কির স্থায়ী বিপ্ল-বর ত-ত্তর বিপরী-ত বু-র্জায়া-দর সা-থ ঐক্য, বু-র্জায়া অবস্থা-নর স্বপ-ক্ষ লেনিন-ট্রটস্কির পুরা-না বিত-র্কর বিষয়গু-লা-ক সাম-ন এ-ন প্রচার ক-র শ্রমিক শ্রেণী-ক বিভ্রান্ত করার কা-জ নি-য়াজিত ছিল।

উপনি-বশিক ও আধাউপনি-বশিক দেশসমূ-হ মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী ধারণা হ-ব এরকম যে, একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী সামাজিক শক্তি আ-ছ বিপ্ল-বর -নতৃত্ব দেবার। বিপ্লবী মার্ক্সবাদীরা মৌলিকভা-ব মাওবাদী কৃষক নির্ভর গেরিলা যু-দ্ধর তত্ত্ব-ক নাকচ ক-র দেয়। মাওবাদী এই ত-ত্তর মূল ভিত্তি হ-চ্ছ মেন-শভিকবাদ ও ষ্টালিনবা-দর দ্বি স্তর বিপ্ল-বর ধারণার ম-ধ্য। বিপ্লবী মার্ক্সবাদীরা ক্যা-ষ্ট্রা ও চেগু-য়ভারার পেটিবু-র্জায়া বিপ্লববাদী ধারণা-কও নাকচ ক-র দেয়।

কিউবার সংগ্রা-ম একটি বি-শষ পরিস্থিতি-ত সামাজিক অবদান রাখ-ত পা-র এমন শ্রমিক শ্রেণীর অনুপস্থিতি 'জাতীয় বু-র্জায়া-দর পলায়ন', সাম্রাজ্যবাদী-দর প্রচন্ড বৈরীতা এবং একই সম-য় বিকৃত শ্রমিক রাষ্ট্র সোভি-য়ত ইউনিয়ন কর্তৃক সহ-যাগিতার হস্ত কিউবায় বাতিস্তা একনায়কত্ব-ক উ-চ্ছদ, পুঁজিবাদী সম্পদ- সম্পর্ক উ-চ্ছদ কর-ত সহায়তা ক-র-ছ, কিন্তু ক্যা-ষ্ট্রাবাদ শ্রমিক শ্রেণীর দল গঠন ও শ্রমিক শ্রেণী-ক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদা-ন ব্যর্থ হ-য়-ছ।

বি-শষ কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি-ত পেটিবু-র্জায়া কৃষকরা আমলাতান্ত্রিক বিকৃত শ্রমিক রাষ্ট্র গঠন কর-ত সক্ষম হ-ত পা-র। এই সমস্ত দেশসমূ-হ শ্রমিক শ্রেণী-ক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখ-লর জন্য প্র-য়াজন লেনিনবাদী ট্রটস্কিবাদী পার্টির নেতৃ-ত্ব রাজনৈতিক বিপ্লব।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-ক গৃহযু-দ্ধ রূপান্তরিত করার শ্লোগান ও সক্রিয়তা হ-চ্ছ মার্ক্সবাদী দ-লর সাধারণ নীতিমালা। সাম্রাজ্যবাদী প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হ-চ্ছ প্রায় সমান উন্নত দেশসমূ-হর বাজার দখ-লর লড়াই। এ-ক্ষ-ত্র আমা-দর মৌলিক নীতি হ-চ্ছ- উভয় প-ক্ষর (দুই সাম্রাজ্যবাদী দেশ) বৈপ্লবিক পরাজয় (ছনৎযরয়ঢ়ভযশতক্ষঁ ধনপনতঢ়ভড়ল)। বিপ্লবী মার্ক্সবাদীরা পুঁজিবাদী যু-দ্ধর হত্যায-জ্ঞর বি-রাধিতা ক-র এবং নিজ -দ-শর বু-র্জায়া-দর পরাজ-য়র জন্য কাজ ক-র। প্রথম বিশ্বযু-দ্ধর প্রার-ম্ভ রোজা লু-ক্সমবার্গ, লেনিন, ট্রটস্কি স্ব-স্ব দে-শর সমরত-ন্ত্রর বিপ-ক্ষ দাঁড়ি-য়-ছন। জার্মান সমরত-ন্ত্রর বিপ-ক্ষ দাঁড়ি-য় লিব ক্নে হত ব-ল-ছন 'একটি ভাইও না, একটি পাইও না।'

উপনি-বশ, আধাউপনি-বশিক দেশসমূ-হ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী যু-দ্ধ সকল দে-শর শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবা-দর বিপ-ক্ষ নিপীড়িত জাতিসমূহ-ক বু-র্জায়া, পেটিবু-র্জায়া জাতীয়তাবাদী-দর থে-ক পৃথক ক-র শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন অবস্থান থে-ক সমর্থন কর-ব। বিকৃত শ্রমিক রাষ্ট্র (চীন, কিউবা, ভি-য়তনাম, উত্তর কোরিয়া) এর সা-থ সাম্রাজ্যবা-দর যে কোন রকম যু-দ্ধ লেনিনবাদী ট্রটস্কিবাদীরা বিকৃত শ্রমিক রাষ্ট্র-ক নি:শর্ত সমর্থন কর-ব। যেমন চতুর্থ আর্ন্তজাতিক দ্বিতীয় মহাযু-দ্ধর সময় সোভি-য়ত ইউনিয়ন-ক নি:শর্ত সমর্থন দি-য়-ছ। সাম্রাজ্যবাদী যু-দ্ধ বিকৃত শ্রমিক রাষ্ট্র-ক লেনিনবাদী ট্রটস্কিবাদী-দর সমর্থ-নর কারণ হ-চ্ছ পরিকল্পিত অর্থনীতি, যৌথ মালিকানা রাষ্ট্রীয় বৈ-দশিক ও অর্থনীতি যা সামাজিক বিপ্ল-বর ফ-ল জন্ম নি-য়-ছ, তার স্বপ-ক্ষ দাঁড়ায় এবং যুদ্ধকালীন সম-য় রাজনৈতিক বিপ্ল-বর বিষয়-ক গৌণ হিসা-ব দে-খ।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হ-চ্ছ পুঁজিবা-দর অবি-চ্ছদ্য প্রক্রিয়া। আজ-কর 'গ্লোবালাই-জশন' নামক প্রোপাগান্ডা দ্বারা 'মিথ্যা স-চতনতা' সৃষ্টি ক-র সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝা-ত চেষ্টা কর-ছ যে সোভি-য়ত পরবর্তী পরিস্থিতি-ত সাম্রাজ্যবাদী-দর আভ্যন্তরীণ স্বার্থ, দ্বন্দ্ব নিরসিত হ-য়-ছ। এই প্রোপাগান্ডা হ-চ্ছ কাউটস্কিবা-দর নব সংস্করণ।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও আন্তর্জাতিকতা

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় সমাজত-ন্ত্র উত্তর-ণর পথ হ-চ্ছ পুঁজিবাদ-ক ধবংস ক-র শ্রমিক রাষ্ট্র ও নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক পুলিশ, সেনাবাহিনী, আইনী ব্যবস্থা-ক সংস্কার নয় পু-রাপুরি ধবংস ক-র সর্বহারা একনায়কত্ব-একটি শ্রমিক সরকার গঠন করা, যে-শ্রমিক রাষ্ট্র নির্ভরশীল হ-ব সশস্ত্র ওয়াকার্স মিলিশিয়া ও ওয়ার্কার্স কাউন্সি-লর উপর। পুঁজির বিশ্বায়ন ও পুঁজিবাদী দেশসমূহ দ্বারা ক্রমাগত আক্রান্ত হ-য় একটি শ্রমিক রা-ষ্ট্রর দীর্ঘকাল টি-ক থাকা সম্ভব নয়। সোভি-য়ত বিপ্ল-বর মাত্র দশ মাস প-র জার্মান শ্রমিক-দর-ক উ-দ্দশ্য ক-র লেনিন ব-লছি-লন, যদি জার্মান শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখ-ল ব্যর্থ হয় ত-ব সোভি-য়ত ইউনিয়-নর ভাগ্য বির্পযস্ত হ-য় পড়-ব।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-ক সারা দুনিয়ায় ছড়ি-য় দেবার জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হ-য়ছিল। লেনি-নর মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিন এক দে-শ সমাজত-ন্ত্রর তত্ত্ব হাজির ক-র এ-ক এ-ক বিভিন্ন দে-শর বিপ্লব (জার্মান -১৯২৩, চীন-১৯২৭-২৮) বিভ্রান্ত ক-র অব-শ-ষ তৃতীয় আন্তর্জাতিক ধবংস ক-র।

লেনিন ও ট্রটস্কি সব সময়ই শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার পতাকা-ক উ-ধর্ব তু-ল ধর-ত স-চষ্ট ছি-লন। বিপ্লবী মার্ক্সবাদীরা কোন নির্দিষ্ট দে-শ সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠ-নর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সা-থ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সক্রিয় যত্নশীল থা-ক।

বিপ্লবী পার্টি, কর্মসূচি ও শৃঙ্খলা-সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল-বর জন্য প্র-য়াজন একটি স-চতন বিপ্লবী পার্টি। এক ঝাঁক পেশাদারী বিপ্লবী যারা শ্রমিক আ-ন্দাল-নর মধ্য দি-য় স-চতন ও পরীক্ষিত হিসা-ব গ-ড় উঠ-ব।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র এবং কার্যক্র-ম শৃঙ্খলার ভিত্তি-ত গ-ড় উঠ-ব। নিয়মিত পাটির বিভিন্ন পর্যা-য়র স-ম্মলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হ-ব। দ-লর সংখ্যাগরি-ষ্ঠর সিদ্ধা-ন্তর সা-থ দ্বিমত পোষণকারী-দর মতামত প্রকাশ করার সু-যাগ দি-ত হ-ব। দ-লর অভ্যন্তরীণ মুখপ-ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ মতামত প্রকা-শর পূর্ণ স্বাধীনতা থাক-ত হ-ব।

বাংলা-দ-শর বামপন্থী দলগু-লার অভ্যন্তরীণ গণত-ন্ত্রর অবস্থান বড়ই নাজুক। উদাহরণস্বরূপ বাসদ এর প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৮০) হ-ত অদ্যাবধি -কান স-ম্মলন/কাউন্সিল বা নেতা নির্বাচ-নর প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়নি।

গণমৈত্রী

ন-ভম্বর, ২০০০, ঢাকা।

স্থায়ী বিপ্লব কি?

স্থায়ী বিপ্ল-বর তত্ত্ব মার্কসবা-দ গুরুত্বপূর্ণ সং-যাজন । সবগু-লা গুরুত্বপূর্ণ ত-ত্ত্বর মত এটি-কও অহরহ ভুল বুঝা হ-চ্ছ। ডানপন্থীরা কখ-না কখ-না ব্যাখ্যা ক-র, এটি এমন এক সিরিজ বিপ্ল-বর আহবান যা কখ-না শেষ হ-ব না । বিষয়টি এমন যে, বিপ্লবী সমজতন্ত্রীরা দায়িত্বহীন উন্মাদগ্রস্ত যারা সমাজ-ক সবসময় বৈপ্লবিক আ-ন্দাল-ন নিমজ্জিত রাখ-ত চায়। সমাজ-ক কখ-না স্থির দেখ-ত তারা রাজি নয় । ষ্ট্যালিন ও তার অনুসারিরা এই ত-ত্ত্বর বি-রাধিতা ক-র ব-ল যে, 'স্থায়ী বিপ্ল-বর তত্ত্ব-ক মার্ক্সবাদী তত্ত্ব বলা হ-ল মার্ক্সবাদ-কই অবমাননা করা হয়।'

স্থায়ী বিপ্লব আস-ল কি? এর সমর্থক ও সমা-লাচনাকারী-দর কা-ছ এটি এত গুরুত্বপূর্ণ হ-য় উঠল কেন? স্থায়ী বিপ্লব ত-ত্ত্বর দুটি প্রধান দিক র-য়-ছ। প্রথমটি হ-চ্ছ পশ্চাৎপদ দেশগু-লা-ত বিপ্ল-ব শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকার প্রশ্ন। দ্বিতীয়টি হ-চ্ছ সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল-বর আন্তর্জাতিক চরিত্র।

বু-র্জায়া বিপ্লব

১৮৮০- ৯০ এর দশ-ক রুশ মার্কসবাদী-দর এক ক্ষুদ্র গ্রু-পর কা-ছ প্রশ্ন ছিল রাশিয়ায় বিপ্ল-বর রূপ কি হ-ব। সে সময় তা-দর উত্তর ছিল দেশটি-ত পুঁজিবাদী বিপ্লব হ-ব। বু-র্জায়া বিপ্লব? শি-ল্পান্নত পুঁজিবাদী দেশগু-লার সমাজতন্ত্রী-দর কা-ছ এই ধারণাটি-ক স্ববি-রাধী ম-ন হ-তা। বু-র্জায়ায়া আজ শাসক শ্রেণী-ত পরিণত হ-য়-ছ। তারা বিপ্লব চায় না। পুঁজি ও শিল্পপতি-দর একটি ক্ষুদ্র অংশ সমা-জর বিশাল সম্পত্তির মালিক। বিচার ব্যবস্থা, সেনা বাহিনী, পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাস-নর মত প্রতিষ্ঠানগু-লা-ক ব্যবহার ক-র তারা রাষ্ট্র সম্পদ রক্ষা ও বি-শষ সুবিধাগু-লা নিশ্চিত ক-র। বিপ্লব প্রতিহত করার জন্য বি-শ্বর দে-শ দে-শ তারা গৃহযুদ্ধ ও একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত ভয়াবহ পথ বে-ছ নেয়।

ত-ব সবসময় সমভা-ব চ-লনি। ক্ষমতা-ক সুসংহত কর-ত গি-য় বু-র্জায়া-দর বিপ্ল-বর মু-খামুখি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ১৮৮৯ সা-লর ফরাসি বিপ্লব এ-ক্ষ-ত্র একটি বড় উদাহরণ। এই বিপ্লব পুর-না ভূমি মালিকানা ব্যবস্থা ও রাজতন্ত্র-ক ঝেঁটি-য় বিদায় ক-র আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত ক-র। বু-র্জায়ারা কৃষক ও দরিদ্র নগরবাসীসহ ব্যাপক মানুষ-ক ভ্রাতৃ-ত্বর দাবি-ত লড়াই কর-ত উৎসাহ যোগান। কিন্তু যখনই রাজতন্ত্র উ-চ্ছদ হ-লা তখনই বু-র্জায়ারা বিপ্লবী গরীব মানুষ-ক দূ-র ঠে-ল দিল। তা-দর ক্ষমতা ও অধিকার বল-ত কিছুই রইল না। তারা -ভাটাধিকারও পেল না। পুঁজিপতিরা তা-দর বিপ্লব সম্পন্ন ক-র-ছ। এখন গরিব অসহায় মানু-ষর স্থির হ-য় পুঁজিপতি-দর জন্য কাজ করার পালা।

বাংলা-দ-শর মত নয়া উপনি-বশিক দেশসূম-হ বিভিন্ন সংগ্রা-ম ধনিকরা বামপন্থী-দর-ক কা-ছ টান-লও সংগ্রা-মর শেষ পর্যা-য় গরীব মানুষ-ক দূ-র ঠে-ল দি-ত বিন্দুমাত্র দেরি ক-র নি।

গত শতাব্দীর শুরুর দি-ক রাশিয়া খুবই পশ্চাৎপদ ছিল। তখনও বু-র্জায়া বিপ্লবও সম্পন্ন হয়নি। পার্লা-মন্ট ছিল না, স্বাধীনভা-ব কথা বলার সু-যাগ ছিল না । এমনকি বু-র্জায়া-দর মতামত জানা-নার সু-যাগ ছিল না। জমির মালিক ছিল পুর-না অভিজাতবর্গ। রুশ শাসনাধীন অ-নক জাতিরই নি-জ-দর ভবিষ্যৎ নির্ধার-ণর সু-যাগ ছিল না। প্রতিবিপ্লবী কর্মকান্ড ও পরিচালনা এবং গণতন্ত্র বি-রাধীতার প্র-শ্ন রাশিয়ার জারতন্ত্র ছিল ইউ-রা-পর ম-ধ্য সব-চ-য় রক্ষণশীল ও বর্বর ।

সব মার্ক্সবাদীই একমত হ-লা যে, আসন্ন বিপ্লব হ-ব বু-র্জায়া বিপ্লব। তারা বলল, পুঁজিবা-দর উত্থা-নর ফ-ল জারত-ন্ত্রর ভিত্তি নড়ব-ড় হ-য় পড়-ব এবং পরিণা-ম এটি ভে-ঙ্গ পড়-ব। এই বিপ্ল-বর প্রধান উ-দ্দশ্য হ-চ্ছ পুঁজিবা-দর অগ্রযাত্রার বাধাগু-লা যেমন, অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কৃষি-ত পুর-না ধাঁ-চর সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি ধবংস করা। তারা বিশ্বাস করত এই বিপ্লব পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং পরবর্তী পুঁজিবাদ বি-রাধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল-বর ভিত্তি স্থাপন কর-ব।

লেলিন ও মেন-শভিক

১৯০৩ সা-ল রাশিয়ার স্যোশাল -ড-মা-ক্রটিক পার্টির ভাঙ্গ-নর পর আসন্ন বু-র্জায়া বিপ্ল-ব সমা-জর কোন শক্তি বা কোন শ্রেণী নেতৃত্ব দে-ব। সই প্রশ্ন-ক কেন্দ্র ক-র বিভিন্ন উপদলগু-লা বিচ্ছিন্ন হ-য় প-ড়। মেনশেভিকরা বলল বু-র্জায়া বিপ্ল-ব বু-র্জায়ারাই নেতৃত্ব দে-ব। আর.এস.ডি.এল.পি'-ক পুঁজিপতি শ্রেণীর উদারপন্থী-দর নেতৃত্বদানকারী দলগু-লার স-ঙ্গ জোট বাধা প্র-য়াজন। বু-র্জায়ারা জার-ক ক্ষমতাচ্যুত করার পর রাশিয়ায় শান্তিপূর্ণ প-থ পুঁজিবা-দর প্রসার ঘট-ব। পুঁজিবাদ বিকা-শর স-ঙ্গ স-ঙ্গ শ্রমি-কর সংখ্যা বাড়-ত থাক-ব এবং তারা শক্তিশালী হ-য় উঠ-ব। শ্রমিকরা পুঁজিবাদ-ক হটি-য় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর-ব। কিন্তু মেন-শভিক-দর এই ধারণা ছিল সুদূর ভবিষ্যৎ সম্প-র্ক কল্পনা মাত্র।

লেনি-নর ভিন্নমত ছিল। তিনি বুঝ-ত পার-লন, বু-র্জায়ারা অতী-ত যেমন বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক-র-ছ সে তুলনায় বিগত দশকগু-লা-ত তা-দর ভূমিকা ছিল অ-নক নিস্প্রভ। উদাহরণস্বরূপ ১৮৪৮ সা-ল জার্মানি-ত পুঁজিপতিরা রাজতন্ত্র-ক ছু-ড় ফে-ল দেয়নি। বরং তারা বিপ্লবী শ্রমিক কৃষক-দর-ক ধ্বংস করার প্র-শ্ন ভূমি-মালিক ও রাজার স-ঙ্গ আ-পাষ ক-র-ছ। ১৮৮৯ সাল থে-ক অবস্থার পরিবর্তন হ-ত শুরু ক-র। পুঁজিপতি-দর কা-ছ শিল্প শ্রমিকরা ভীতির কারণ হ-য় দাঁড়ায়। রাজতন্ত্র ও ভূমি মালিক-দর টি-ক থাকার বিষয়টির চে-য় বিপ্ল-বর হুমকি তা-দর অ-নক বেশি আতঙ্কিত ক-র তুলল।

লেনিন বল-শভিক ও মেন-শভিক-দর ফারাকটা স্পষ্ট কর-লন। 'আ-পাষকামী অবি-বচক রাজনীতিকরা বল-ছন, আমা-দর বিপ্লব বু-র্জায়া বিপ্লব। সুতরাং শ্রমিক-দর অবশ্যই বু-র্জায়া-দর-ক সমর্থন কর-ত হ-ব। মার্ক্সবাদী-দর বক্তব্য হ-চ্ছ বু-র্জায়া বিপ্ল-ব শ্রমিক-দর-ক বু-র্জায়া নেতা-দর প্রতারণাপূর্ণ আচরণ সম্প-র্ক জনগ-ণর চোখ খু-ল দি-ত হ-ব। তা-দর-ক বিশ্বাস না করার জন্য জনগণ-ক শিক্ষা দি-ত হ-ব। এই বিপ্লব থে-ক জনগণ যা-ত নি-জ-দর শক্তি ও সংহতি সম্প-র্ক আস্থা অর্জন কর-ত পা-র -স ল-ক্ষ্য শ্রমিক-দর-ক কাজ কর-ত হ-ব।' বু-র্জায়ারা বিশ্বাস-যাগ্য নয় এবং তারা ভীত। তারা নি-জ-দর বিপ্লবও সম্পন্ন কর-ত পা-র না। তাই শ্রমিক-দর-ক নি-জ-দর উপর আস্থাবান হ-ত হ-ব এবং নি-জ-দর সংগঠন গ-ড় তুল-ত হ-ব। রাশিয়ার শ্রমিকরা জনগ-ণর একটা ক্ষুদ্র অংশ হওয়ার কার-ণ তা-দর-ক ঐক্যবদ্ধ হ-ত হ-ব। তা-দর-ক জমি ও মুক্তির জন্য কৃষ-কর মা-ঝ কাজ কর-ত হ-ব।

গণত-ন্ত্রর সংগ্রা-ম প্র-লতারি-য়ত শ্রেণী-ক কৃষক-দর ঐক্যবদ্ধ কর-ত হ-ব। লেনি-নর ম-ত এভা-বই কেবল জারতন্ত্র উৎখাত ক-র গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। নতুন সরকার হ-ব 'প্র-লতারি-য়ত ও কৃষক-দর সমন্ব-য় একটি গণতান্ত্রিক একনায়কতান্ত্রিক সরকার।' এটি কোন সাধারণ বু-র্জায়া সরকার হ-ব না।

অসম ও সমন্বিত উন্নয়ন

ট্রটস্কি উদারপন্থী-দর বি-রাধিতা ও বিপ্ল-ব শ্রমিক শ্রেনীর ভূমিকা সম্প-র্ক লেনি-নর বক্তব্য সমর্থন কর-লন। ত-ব তিনি আ-রা একধাপ অগ্রসর বক্তব্য রাখ-লন। ১৯০৫ সা-ল ট্রটস্কির নতুন ত-ত্ত্বর প্রথম প্রকাশ ঘ-ট। তিনি এবছর জানুয়ারি-ত বিপ্ল-বর শুরু ও 'রক্তস্নাত রোরবার' সম্প-র্ক একটি পুস্তিকা রচনা কর-লন। সাড়া জাগা-না সাধারণ ধর্মঘট থে-ক এটি স্পষ্ট হয় যে, রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী সব-চ-য় বড় বিপ্লবী শক্তি। ত-ব ট্রটস্কির পুস্তিকার ভূমিকায় একটি নতুন ধারণা প্রকাশ পায়। - 'সাধারণ ধর্মঘট যে সংগ্রা-মর সব-চ-য় গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র এটি এখন আর কেউ অস্বীকার কর-ত পার-ব না। এ বিষয়টি বুঝ-ত হ-ব যে, রাশিয়ায় বিপ্ল-বর মাধ্য-ম শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা যে-ত পা-র।' উপ-রর কথাগু-লা লি-খ-ছন পারভাস। পারভাস ও ট্রটস্কি ১৯০৫ সা-ল ১৯০৬ সা-ল স্থায়ী বিপ্ল-বর ত-ত্ত্বর ভিত্তি রচনা ক-রন।

রাশিয়ার বু-র্জায়া বিপ্লব হ-ব ফ্রা-ন্সর মত ক্লাসিক্যাল বু-র্জায়া বিপ্ল-বর চে-য় ভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি-ত। এই অবস্থাটি বুঝার জন্য অসম ও সমন্বিত উন্নয়-নর তত্ত্ব সম্প-র্ক ধারণা থাক-ত হ-ব। এ-ক্ষ-ত্র একটি উদাহরণ দেয়া যে-ত পা-র। আ-মরিকার স্থায়ী বাসিন্দারা উপনি-বশবাদী-দর সংস্প-র্শ আসার পর তীর-ধনুক ছে-ড় রাই-ফল -পল। যদিও তারা বারুদ পর্যন্ত আবিস্কার ক-রনি। এমনিভা-ব অর্থনৈতিকভা-ব অনগ্রসর অবস্থার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির সমা-বশ ঘট-ত পা-র।

রাশিয়া-তও এধর-নর অবস্থা ছিল। রাশিয়ায় পুঁজিবাদী শ্রেণীর তুলনায় দ্রুত পুঁজিবা-দর ব্যাপ্তি ঘ-ট-ছ। ইউ-রাপীয় বু-র্জায়া-দর কাছ থে-ক ঋণ নি-য় বা তা-দর বিনি-য়া-গর ফ-ল বড় বড় শিল্প গ-ড় উ-ঠ।

এই প্রক্রিয়াটিও ছিল ব্যাপক অসম। নতুন শ্রমিক শ্রেণী যুক্ত ছিল বড় বড় শিল্প কলকারখানার স-ঙ্গ। কিন্তু রাশিয়ার বু-র্জায়া শ্রেণী ছিল খুবই দুর্বল; সমা-জ তা-দর প্রভাব ছিল

যৎসামান্যই। রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যাপক সম্পদ কুক্ষিগত করত। ফ-ল বু-র্জোয়া শ্রেণীর প্রসার ঘটা ও তা-দর শক্তিশালী হ-য় উঠার সু-যাগ ছিল না। তারা বিপ্ল-বর নেতৃত্ব দে-ব এমনটি আশা করা যেত না। সমন্বিত ও অসম উন্নয়-নর ধারণা এই পরিস্থিতি-ক ব্যাখ্যা ক-র। এ থে-ক স্পষ্ট হয় রাশিয়ায় বিপ্লবী বু-র্জোয়া শ্রেণীর অনুপস্থিতি স-ত্ত্বও কিভা-ব সেখা-ন বু-র্জোয়া বিপ্লব হ-ত পা-র।

১৯০৫ সা-লর ঘটনাবলি শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা প্রমান ক-র-ছ। সাধারণ ধর্মঘট, শ্রমিক শ্রেনীর সশস্ত্র অবস্থান এ বিপ্ল-ব স্পষ্ট ক-র-ছ যে, বিপ্ল-ব প্র-লতারি-য়ত শ্রেণী নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন কর-ব। ত-ব জার-ক ক্ষমতাচ্যুত করার পর কি ঘট-ব?

ট্রটস্কি বর্তমান পরিস্থিতি যেমন ব্যাখ্যা কর-ত পার-তন তেমনি ভবিষ্য-তর প্রশ্নগু-লার সমাধানও তার জানা ছিল।

শ্রমিক শ্রেণী-কই সরকার গঠন কর-ত হ-ব

শ্রমিক শ্রেণী-কই সরকার গঠন কর-ত হ-ব। এই বিপ্লবী সরকা-রর প্রাথমিক করণীয় বিষয়গু-লা হ-ব বু-র্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন ক-র রাজত-ন্ত্রর মূ-লাৎপাটন, নিপীড়িত জাতিসত্ত্বাগু-লার মুক্তি নিশ্চিত করা এবং জমির উপর কৃষ-কর অধিকা-রর বিষয়টির সরকারি স্বীকৃতি দেয়া। ত-ব শ্রমিক শ্রেণী কি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি টিকি-য় রাখার নিশ্চয়তা দে-ব?

ট্রটস্কি বল-লন, না শ্রমিক শ্রেণীর সরকার-ক আ-রা অগ্রসর হ-ত হ-ব এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্র-য়াজনীয় পদ-ক্ষপ গ্রহণ কর-ত হ-ব।

'ফলাফল ও সম্ভাবনা' না-ম লেখা একটি পুস্তিকায় ট্রটস্কি তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ উপস্থাপন কর-লন। আর এস ডি এল পি দৈনিক আট ঘন্টা কা-জর দাবি-ত আ-ন্দালন করছিল। একই দাবি-ত সারা বি-শ্ব আ-ন্দালন চলছিল। এটি এমন এক দাবি যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ই মেটা-না সম্ভব। মার্ক্সবাদী-দর ভাষায় এটি গণতান্ত্রিক সংস্কার। ত-ব কিছু নি-য়াগকর্তা এটি মে-ন চল-ত না চাই-ল কি ঘট-ব?

শ্রমিকরা আট ঘন্টা কা-জর দাবি-ত আ-ন্দালন কর-ল শ্রমিক শ্রেণীর সরকার তার প্রতি সমর্থন জানা-ব। নি-য়াগকর্তারা তারপরও যদি তা-দর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না ক-র সরকা-রর উচিত হ-ব তা-দর প্রতিষ্ঠা-নর কর্তৃত্ব গ্রহণ করা এবং শ্রমিক-দর স্বা-র্থ তা পরিচালনা করা। সরকার-ক বন্ধ কলকারখানাগু-লার দায়িত্ব নি-ত হ-ব এবং সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সেগু-লার উৎপাদন নিশ্চিত কর-ত হ-ব। শ্রমিক-দর স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার দেশ পরিচালনা কর-ব। পুঁজিপতি-দর লালসা চরিতার্থ করার জন্য নয়।

-লনি-নর 'প্র-লতারি-য়ত ও কৃষ-কর গণতান্ত্রিক একনায়কত-ন্ত্র ত-ত্ত্ব এ বিষয়টি স্পষ্ট ছিল যে জারতন্ত্র-ক উ-চ্ছ-দর আ-ন্দাল-ন শ্রমিকরাই নেতৃত্ব দে-ব। ত-ব শ্রমিক-দর ক্ষমতা দখ-লর পর তা-দর করণীয় কি হ-ব সে সম্প-র্ক এ-ত কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ছিল না। ট্রটস্কি এ ব্যাপা-র সুস্পষ্ট বক্তব্য দেন। 'গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল-বর স-ঙ্গ একাকার হ-য় পড়-ব এবং এর মাধ্য-মই জন্ম নে-ব এক স্থায়ী বিপ্ল-বর।'

১৯০৫ সা-লর ঘটনাবলি এ বিষয়টি প্রমাণ ক-র

'উদারপন্থী বু-র্জোয়া-দর বি-রাধিতা কৃষক-দর নির্দিষ্ট কিছু দাবি-ত আ-ন্দালন, অথবা বুদ্ধিজীবি মহ-লর সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড জারতন্ত্র-ক টলা-ত পা-রনি। কিন্তু শ্রমিক-দর ধর্মঘট তা কর-ত পে-রছিল। প্র-লতারীয় শ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত প্রহণযোগ্য হিসা-ব আত্মপ্রকাশ করল। আমি ম-ন করি স্থায়ী বিপ্ল-বর তত্ত্ব এর প্রথম পরীক্ষায় নির্ভূল প্রমানিত হল।'

লেনিন ট্রটস্কির তত্ত্ব মে-ন নি-লন না। যুগ যুগ ধ-র রাশিয়ার মার্ক্সবাদীরা যেসব কথা বল-ছ এই তত্ত্ব তার বি-রাধী ব-ল বি-বচনা করা হ-লা। লেনিন স্থায়ী বিপ্ল-বর তত্ত্ব-ক 'হাস্যকর বাম' তত্ত্ব ব-ল বর্ণনা কর-লন; ত-ব তিনি বিপ্ল-ব শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার কথা এবং ভীরু উদারপন্থী-দর বিরু-দ্ধ লড়াই করার কথা বল-লন। অধিকন্তু তিনি বল-লন যে শ্রমিক-দর নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা গ্রহণ কর-ত হ-ব।

লেনিন বল-লন, ল-ক্ষ্য পৌঁছা-নার আশা না কর-ল কেউ সংগ্রা-ম যুক্ত থাক-ত পা-র না। ১৯১৭ সা-ল লেনিন তার এই বক্ত-ব্যর উপর আস্থাশীল ছি-লন।

পুঁজিবাদী-দর স-ঙ্গ মেন-শভিক-দর কোয়ালিশন সরকা-র যোগ দেয়ার বি-রাধিতা কর-লন লেনিন। শ্রমিক ও সৈনিক-দর সোভি-য়তগু-লার হা-ত সকল ক্ষমতা হস্তান্ত-রর প-ক্ষ তিনি যুক্তি উপস্থাপন কর-লন। বু-র্জোয়া-দর সাময়িক সরকার এটি কর-ত রাজি হ-লা না। কৃষক-দর কা-ছ জমি হস্তান্তর ও পার্লা-মন্ট নির্বাচ-নর দায়িত্ব বর্তমান নতুন সোভি-য়ত সরকা-রর উপর।

ট্রটস্কির ভবিষ্যতবানী সঠিক হল। শ্রমিক-দর সরকার সেখা-ন -থ-ম রইল না। ব্যক্তি মালিক-দর হীন তৎপরতা স-ত্ত্বও সরকার শিল্পগু-লার দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং সেগু-লা শ্রমিক-দর নিয়ন্ত্র-ণ হস্তান্তর করল।

১৯১৭ সা-লর প্রথম দি-ক ষ্ট্যালিনসহ বল-শভিক পার্টির কিছু নেতা অস্থায়ী সরকার-ক সমর্থন করার জন্য লেনি-নর পুর-না শ্লোগান-ক ব্যবহার কর-ত চে-য়ছি-লন। লেনিন বল-লন বর্তমা-ন 'প্র-লতারি-য়ত ও কৃষক-দর বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়ক-ন্ত্রর' কথা যেই বলুন না কেন, বুঝ-ত হ-ব তিনি জনবিচ্ছিন্ন হ-য় প-ড়-ছন। এই পরিস্থিতি-ত সত্যিকার অ-র্থ তিনি প্র-লতারীয় বিপ্ল-বর বিরু-দ্ধ পেটি বু-র্জোয়া-দর পক্ষাবলম্বন ক-র-ছন। তার স্থান হওয়া উচিত বল-শভিক বিপ্লব পূর্ব নির্দশনগু-লার জাদুঘ-র।'

যদিও লেনিন লেখার মাধ্য-ম স্থায়ী বিপ্ল-বর প-ক্ষ কখ-না সমর্থন ব্যক্ত ক-রননি কিন্তু ১৯১৭ সা-ল তার কর্মকা-ন্ড এটা স্পষ্ট যে তিনি এর মূল বক্তব্য গ্রহণ ক-র-ছন। অ-ক্টাব-র ক্ষমতা গ্রহ-ণর পরপর -সাভি-য়ত কং-গ্র-স তিনি ঘোষণা কর-লন যে, বল-শভিক সরকার সমাজতান্ত্রিক নীতিগু-লা বাস্তবায়-নর জন্য কাজ কর-ব। ১৯১৭ সা-লর বিপ্ল-বর বল-শভিক নেতা এ-ডালফ জোফ ব-ল-ছন যে, ১৯১৯ সা-ল লেনিন তা-ক ব-লন, স্থায়ী বিপ্লব প্র-শ্ন ট্রটস্কি সঠিক তা প্রমাণিত হ-য়-ছ।

রুশ বিপ্ল-ব শুধু বু-র্জোয়ারাই নয়, বিশ্বব্যাপি বিপ্লব বি-রাধী ও সংস্কারবাদী সোস্যাল ডে-মাক্রাটিক পার্টিগু-লারও ঈর্শার কারণ হ-য়-ছ। -প্লখানভ ঘোষণা কর-লন, 'বল-শভিক-দর বিরু-দ্ধ যে কোন পদ-ক্ষপই সঠিক।' বল-শভিক বিপ্ল-বর বিরু-দ্ধ বল-ত গি-য় মেন-শভিক ও অন্যান্য সোস্যাল ডে-মাক্রাটরা মার্ক্সবাদী-দর উদ্ধৃত করল। ত-ব তারা মার্ক্সবাদ-ক তা-দর মত ক-র বিকৃত ক-র ডানপন্থার স-ঙ্গ একাকার ক-র ফেলল।
সোভি-য়ত ইউনিয়-নর পত-নর পর দে-শ দে-শ অ-নক "সমাজতন্ত্রী" রুশ-দ-শ কোন বিপ্লব হয়নি, অথবা সে বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না- এমন ধর-নর নানা কথা বল-ত চেষ্টা কর-ছন। এসব কথা গ্রামসী, মেন-শভিকবা-দর ভিন্ন ভিন্ন রকম-ফর।

মার্ক্সবা-দর শিক্ষা হ-চ্ছ খুবই আধুনিক এবং উন্নত সামাজিক ভিত্তির উপর কেবল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ-ত পা-র। সমা-জর সম্পদ সমানভা-ব ভাগ ক-র দি-ত হ-ল প্রচুর সম্পদ থাকার প্র-য়াজন র-য়-ছ। আধুনিক শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং বিশাল শ্রমিক শ্রেণী গ-ড় তোলার মাধ্য-ম পুঁজিবাদ সমাজত-ন্ত্রর দি-ক এগি-য় যাওয়ার শর্তই পূরণ ক-র। রাশিয়ায় এর কোনটিই নেই। এ থে-ক মেন-শভিকরা সিদ্ধা-ন্ত পৌছল -য, বল-শভিকরা ক্ষমতা নি-য় ভুল কর-ছ। রাশিয়ায় পুঁজিবাদ আ-রা প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক-দর অ-পক্ষা করা উচিত। তারা ম-ন করল পশ্চিম ইউ-রা-পর সব-চ-য় আধুনিক দেশগু-লা-ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হ-ত পা-র, রাশিয়ায় মত পশ্চাৎপদ দে-শ নয়।

রাশিয়া এককভা-ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর-ত সক্ষম হ-ব ট্রটস্কি কখ-না তা বিশ্বাস কর-তন না। তিনি ম-ন কর-তন সব-চ-য় উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমাজত-ন্ত্রর ভিত্তি রচনা কর-ব। ত-ব মেন-শভিক-দর বিপ্লব বি-রাধী বক্তব্যগু-লা-ক তিনি তীব্রভা-ব সমা-লাচনা কর-লন। রাশিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া স-ত্ত্বও শ্রমিক শ্রেণীর কা-ছ ক্ষমতা দখ-লর সু-যাগটি প্রথম এ-স-ছ। তারা সঠিকভা-বই এ-ক গ্রহণ ক-র-ছ। এই বিপ্লব অন্যান্য দে-শও ছড়ি-য় দি-ত হ-ব। জার্মানি, বৃ-টন ও ফ্রা-ন্স শক্তিশালী পুঁজিবাদ-ক উৎখাত করার মাধ্য-ম রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সরকার টি-ক থাকার প্র-শ্ন সব-চ-য় কড়া হুমকিটি দূর করা যা-ব। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রগু-লার ফেডা-রশন রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতা ও পশ্চাৎপদতা কাটি-য় উঠ-ত সহায়ক হ-ব।

এটি ছিল স্থায়ী বিপ্ল-বর ত-ত্ত্বর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাশিয়ায় বিপ্লব-ক বিশ্বব্যাপি সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল-বর প্রথম ধাপ হিসা-ব বি-বচনা করা যে-ত পা-র। এছাড়া রাশিয়ায় বিপ্লব দীর্ঘ দিন টি-ক থাক-ত পার-ব না। ট্রটস্কি ব-লন, 'প্র-লতারি-য়ত শ্রেণী ক্ষমতা দখল কর-লই বিপ্লব সম্পন্ন হ-ব না। এর মাধ্য-ম বিপ্লব শুরু হ-ব মাত্র। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাষ্ট্রীয় গন্ডির ভেতর শুরু হ-য় দে-শ -দ-শ ছড়ি-য় পড়-ব এবং বিশ্বব্যাপি এই বিপ্লব সম্পন্ন হ-ব। বিশ্ব প্রেক্ষাপ-টর বি-বচনায় এভা-বই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব স্থায়ী বিপ্ল-বর রূপ লাভ ক-র। সমগ্র বি-শ্ব নতুন সমাজ গ-ড় তোলার সংগ্রা-ম চূড়ান্ত বিজয় অর্জ-নর মাধ্য-মই এই বিপ্লব সম্পন্ন হ-ত পা-র।'

মেন-শভিকরা বলল যে-হতু শুধু রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় তাই রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখল করা এবং সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত হ-ব না। অপর দি-ক ট্রটস্কি ও লেনিন বল-লন, যে-হতু রাশিয়ায় এককভা-ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় তাই রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর উচিত ক্ষমতা গ্রহণ ক-র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছড়ি-য় দেয়ার পদ-ক্ষপ নেয়া। ট্রটস্কির ত-ত্ত্ব ১৯১৭ সা-লর ঘটনাবলি সম্প-র্ক ভবিষ্যৎবানী ছিল। বু-র্জোয়া বিপ্ল-ব শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃ-ত্বর সঠিকতা প্রমাণিত হল। এই বিপ্লব পুঁজিবাদী স্ত-র স্থির হ-য় রইল না। শান্তি, জমি ও গণত-ন্ত্রর সংগ্রাম সমাজত-ন্ত্রর সংগ্রা-মর দি-ক এগি-য় -গল।
লেনি-নর কর্মসূচি ট্রটস্কির সঠিকতা প্রমাণ ক-র-ছ ব-ল প্রতিভাত হয়। লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর সরকা-রর একটি মূল উপাদান হিসা-ব সোভি-য়তগু-লা-ক বি-বচনা কর-তন। দ্বিতীয়বার সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল-বর মাধ্য-ম তারা ক্ষমতা গ্রহণ কর-লা। ইতিহাসই ট্রটস্কির স্থায়ী বিপ্ল-বর ত-ত্ত্বর গুরুত্ব এবং স্থায়িত্ব প্রমাণ করল।

বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জাপান শাখা গঠন এবং প্রাসঙ্গিক কথা

> "বিপণ্ঢব কিন্তু থামবে না। ইতিহাস অপেক্ষা করেনা.....জীবন যুদ্ধে বিপর্যস্ত বিধ্বস্থ, ক্ষুধার্ত বেপরোয়া মানুষই বিপ- ব করে। পেছনে ফেলে আসার যাদের কিছু নেই, তারাই সামনে এগিয়ে যায়। মিকি মাউস কমিক করে বিপ- ব করে না। "

জাপান প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, পাল্টা গ্রুপ, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ধর্মীয় সংস্থা ইত্যাদি মিলিয়ে দু'ডজন অতিক্রম করবে। অতি সম্প্রতি সংখ্যাকে বৃদ্ধি করেছে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জাপান শাখা গঠন। দীর্ঘ সময় জাপানে বাংলাদেশী বামপন্থীদের অনুপস্থিতি বা নিষ্ক্রিয়তার অবসান ঘটিয়েছেন এক ঝাঁক প্রাণোচ্ছল বিপ- বী!

তবে ফ্রন্ট গঠনে বিশেষ এবং একমাত্র অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে বিচিত্রা ২৩ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ৩০ ডিসেম্বর/৯৪-৫২ র পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত একটি বিপণ্ঢবী বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে বামপন্থী সংগঠন গঠনের প্রচেষ্টা সম্ভবত এটা প্রথম। এ ধরণের 'অভিনব প্রক্রিয়া' বিপণ্ঢবীদের জমায়েত করা কৌশল আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞাপন দাতা মোঃ আবদুল কুদ্দুস মিয়া স্মরণীয় হয়ে থাকবেন অনেক দিন। বিজ্ঞাপন দিয়ে বিপণ্ঢবী (!) জমায়েতের ফল স্বরূপ তিনি বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জাপান শাখার প্রথম সমন্বয়ক নিযুক্ত হয়েছেন। সমন্বয়ক নিযুক্তির সংবাদ আবারো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানানো হয়েছে।

ঈদ সংখ্যা 'বিচিত্রা'র' মাধ্যমে পাঠক মহল ভিন্ন স্বাদ ও সুরের একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিজ্ঞাপনের সন্ধান পেয়ে থাকবে। যেখান থেকে সন্ধান পাওয়া যাবে কিছু বিপণ্ঢবী কর্মীর। যাদের সংখ্যা প্রবাসী কিউবান বিপণ্ঢবীদের প্রায় সমসংখ্যক!

এই বিপণ্ঢবীদের মাঝ থেকেই হয়তো দ্বিতীয় ক্যাস্ট্রো, চে তৈরী হতে পারে। বাংলাদেশ হতে পারে দ্বিতীয় 'হাভানা' ক্ষুধা দারিদ্রের পশ্চাৎভূমি, বাংলাদেশে বিপণ্ঢবী সংগ্রামের দায়িত্ব যারা নিয়েছেন তাদের রাজনীতি অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে।

জাপান প্রবাসী মোঃ আবদুল কুদ্দুস মিয়া সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা এবং শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে মেয়েদের রাত্রিকালীন নিরাপত্তার বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১] জনজীবনের নিরাপত্তা সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য বিষয় তবে একমাত্র বিষয় নয়। শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিচূর্ণ করা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ সাধন মানুষের মৌলিক চাহিদা পঙরণের সংগ্রামই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম।

মানুষের মৌলিক চাহিদা পঙরণের সাথে নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি সব সময় সংশিণ্টষ্ট। জন জীবনে নিরাপত্তা পুঁজিবাদী সমাজেও থাকতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতার দীর্ঘ প্রবাস জীবনে হয়তো রাতের টোকিওর নিরাপত্তা এবং সৌন্দর্য দেখা হয়নি। বিজ্ঞাপনদাতার প্রতি অনুরোধ রইলো, রাতের টোকিও এর নিরাপত্তা এবং সৌন্দর্য উপভোগের জন্য। রাতের শিন্জুকু শিবইয়া রৌপ্পঙ্গীর আলো ঝলমল জড়তাহীন পরিবেশ এবং নিরাপত্তা দেখে বিজ্ঞাপনদাতা ইউরেকা বলে চিৎকার দিয়ে রাতের টোকিওতে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে, এমনটি ভেবে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কানাডা নিরাপত্তার শীর্ষে এরপরেই জাপান। নিঃসন্দেহে এ সব দেশসহ পৃথিবীর বহুদেশে মেয়েরা নিরাপদে রাত্রি বিচরণ করতে পারে। তবে এদেশসমূহে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়নি।

সভ্যতার বিকাশ প্রতিদিন সর্বহারা শ্রেণীর সংখ্যাই বৃদ্ধি করে।

"মৌলবাদীদের প্রতি আমার চ্যালেঞ্জ রইল। পবিত্র কোরান শরীফের যদি কোথাও উলেণ্টখ আছে দেখাতে পারেন যে শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের কথা বললে মানুষ নাস্তিক ও কাফের হয়ে যায় তাহলে আমি 'কুদ্দুস' আমার সারা জীবনে কোনদিন সমাজতন্ত্রের নাম মুখে উচ্চারণ করব না।"[২]

মার্কসবাদ ব্যক্তিগত বিশ্বাস ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিষয়ের সব সময়ই প্রাধান্য দেয়। তবে ধর্ম সম্পর্কে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা রয়েছে । যা শুনলে হয়তো বিপ- বী কুদ্দুস সাহেব নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মার্কস লেনিন এর মরণোত্তর মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে বসতে পারেন।

ধর্ম মেহনতি জনগণের জন্য সব সময়ই আফিম। মার্কসবাদ সকল আধি ভৌতিক বিষয়কে নাকচ করে দেয়। মার্কসবাদ সমাজ থেকে 'ভাববাদ' কে বিতরণের দায়িত্ব ঘোষণা করে কখনোই তা লালনের অনুপ্রেরণা দেয় না।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করা নারীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। ধর্ম সব সময়ই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের বিপক্ষে নারী স্বাধীনতা সে তো সোনার পাথর বাটি। সতীদাহ প্রথা, পাথর ছুঁড়ে নারী হত্যা, পর্দা প্রথা সম্পত্তিতে নারীর অধিকারহীনতা ধর্মের বিধান বটে। কোন কোন ধর্ম নারীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে, কোন কোন ধর্ম আংশিক অধিকার দিয়েছে; ধর্মীয় বর্বর নিয়মগুলোকে বিজ্ঞাপন দাতা যেন সযত্নে এড়িয়ে গেলেন সে প্রশ্ন সকল মহলের। ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে জনগণকে সমাজতন্ত্রের পথে প্রলুব্ধ করার অধোঃপতিত পথকে বিজ্ঞাপন দাতা বেছে নিয়েছেন। সমাজতন্ত্রী (!) বিজ্ঞাপনদাতা রাত্রিকালীন মেয়েদের

নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়েছেন অথচ তিনি যে গ্রন্থের উলে- খ করেছেন সেখানে নারীর একা চলাচলের উপর বাধা নিষেধ রয়েছে। একজন পুর□ষ সাক্ষীর সমান দুইজন নারী সাক্ষী; এসব বিষয়গুলোকে বেমালুম চেপে যাবার কারণ রহস্যাবৃত। "সকল মৌলবাদী সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আবেদন রইল।"[৩] বাংলাদেশ সরকার বিজ্ঞাপনদাতার কুদ্দুসীয় (পবিত্র) আবেদনে সাড়া দিবেন কিনা সেটা ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের অংশ, তবে অতীতে বহুবার বাম জোটের নেতৃত্বে হাসিনা-খালেদার সঙ্গে বৈঠক সংলাপ করেছেন তবে নিশ্চিতভাবে জনগণের কোন উপকার হয়নি।

সম্□তি বছরগুলোতে বাম ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্তী খালেদার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নিজেদের কর্মসঙচি নিয়ে আলোচনা করেছেন যা সরকারী প্রচার মাধ্যমে বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে। আলাপ আলোচনা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে সমাজতন্ত কায়েমের নতুন পথ আবিষ্কারের জন্য বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মহাজন মহাজ্ঞানীদের পথ অনুসরণ করেই মো: আবদুল কদ্দুস মিয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। ভৌগলিক এবং অবস্থানগত কারণে সাক্ষাতে ব্যর্থ হয়ে 'কুর□ ক্ষেত্রের' উল্টো পিঠে বিজ্ঞাপন দিয়ে আবেদন জানিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ধারাবাহিকতা রক্ষায় প্রয়াসী হয়েছেন। বিপণ্ঢবী কুদ্দুস সাহেবের উলেণ্ঢখিত বিজ্ঞাপন ছাপা হবার পর টোকিওতে ঘুমন্ত বিপ- বীদের সমন্বয়ে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জাপান শাখা গঠিত হয়। যারা এই কমিটিতে অবস্থান করছেন তারা সকলেই মোঃ আবদুল কুদ্দুস মিয়া এর বিজ্ঞপ্তির তত্ত্বের সাথে একমত হয়ে কমিটিতে সমবেত হয়েছেন একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

ঈদ সংখ্যা বিচিত্রার 'পাত্রী চাই' 'মানুষের সবচেয়ে বড় শাস্তি মৃত্যুদন্ড নয়' "নির্মল হৃদয় এখনো কারো আছে কি ? "শোক সংবাদ" ইত্যাদির সাথে বামফ্রন্ট গঠনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপন দিয়ে মডেল হওয়া যায়, নেতা হওয়া যায় কিনা তা জনগণ বিচার করবে।

"জাপানস্থ বাম চিন্তায় বিশ্বাসী বিভিন্ন বাম সংগঠনের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা মনে করে বর্তমানে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। উক্ত সভায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।"৪

সকল মেকীরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের অবস্থানকে বড় করে দেখানোর প্রচেষ্টা করে থাকে। এক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। "বিভিন্ন বাম সংগঠনের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই লাইন দিয়ে বাম জোট বহির্ভূত বৃহত্তর পরিমন্ডলকে বুঝানোর অসৎ প্রবণতা ফুটে উঠেছে। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এর অন্তর্ভুক্ত দলসমূহ সেই বৈঠকে ছিল অন্য কেউ ছিল না। এ সত্য উপলব্ধির জন্য বৈঠকে শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। ঈদ সংখ্যা বিচিত্রাতে বিজ্ঞপ্তি কমিটির সদস্যদের নাম এবং নামের পাশে দলের নাম দেখলেই এ সত্য বেরিয়ে আসে।

বিজ্ঞাপনে লিখছে এই সভা মনে করে বর্তমান বিভিন্ন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। হ্যাঁ এটা মনে না করলে যে নেতৃত্ব হারাতে হবে.....। কারণ একটি নির্দিষ্ট দলের সদস্য হবার পরেও সে দলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমতের অবকাশ থাকে।

বিজ্ঞপ্তির নামের চেয়ে সমন্বয়কের নাম বড় হরফে দেখার একমাত্র কারণ দৃষ্টি আকর্ষণ নয় কি ? "কাজেই প্রেসিডেন্সিয়াল অথবা সংসদীয় পদ্ধতি যাই হোক না কেন দুইটিই হ□ছ গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা"[৫] অথচ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের রূপরেখা প্রণয়ন করে ভোটযুদ্ধের প্রস্তুতি নি□ছন। "অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সুপারিশ"- নামক পুস্তিকা এ রকম আভাস দেয়'।

"বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও জনগণের ভোট প্রয়োগের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সমাজকে সার্বিক বিকাশের ধারায় এগিয়ে নেয়ার কর্তব্যের অংশ হিসাবে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনে ও একটি স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা সম্□র্কে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এবং সুপারিশমালা সকল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তি ও দেশবাসীর সামনে তুলে ধরছে।"[৬]

তাহলে কি বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট স্বৈরতন্ত্র কায়েমের জন্যই সুপারিশ প্রণয়ন করছেন ? অথবা বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জাপান শাখা নতুন বক্তব্য হাজির করছেন ? তবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় নির্বাচন 'সমাজকে সার্বিক বিকাশের' ধারায় এগিয়ে নিয়ে যায় না। নির্বাচন পুরনো ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে, বড়জোড় কিছুটা রঙচঙ করে পুরনো ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করে।

নিরপেক্ষ নির্বাচন যদি 'সমাজ বিকাশের শর্ত হয়' তবে মার্কসবাদী হিসাবে পরিচয় দেবার সকল প্রকার বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীল চেতনার প্রসার ঘটানোর অধিকার বামফ্রন্ট হারিয়েছে। কে কবে কস্মিনকালে শুনেছেন জাতীয়তাবাদ প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম ? সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত বিকাশ ও .....পুঁজির যুগে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব নিয়েছেন কিন্তু লেনিনীয় বলশেভিক শিক্ষা হ□ছ যে কোন গুর□ত্বপর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হবে শ্রেণীর ভিত্তিতে জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়।

বলশেভিক শিক্ষাকে পদ দলিত করে যারা কর্মসঙচি প্রণয়ন করছেন তারা আর যাই হোক মার্কসবাদী নয়। মার্কসবাদ আন্তর্জাতিক মতবাদ। শ্রমিক শ্রেণীর কোন দেশ নেই রয়েছে বিশ্বকে জয় করার। আর এই জয়ের প্রস্তুতি যুদ্ধের হাতিয়ার কোন নির্দিষ্ট জাতির জাতীয়তাবাদ নয় এ হ□ছ লেনিনীয় বলশেভিক শিক্ষা। এ শিক্ষা থেকে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কর্মসঙচি অনেক দ□রে। এ কর্মসঙচিকে মার্কসবাদী কর্মসঙচি নয় বলে বুর্জোয়াদের বাম কর্মসঙচি বলাই সমীচিন। 'সমাজতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই'। -

একথা সত্য তবে বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি মঙলক কর্মসঙচি দিয়ে সমাজতন্ড কায়েম সম্ভব নয়। বুর্জোয়াদের সাথে সমকাতারে পদক্ষেপ ফেলে মন্ডী পার্লামেন্টারী হওয়া সহজ। তবে কোন মতেই এর বেশী কিছু নয়। শাসক শ্রেণী সব সময়ই চান আলোচনা সংলাপ নির্বাচন ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকুক বিপ- বীরা। বুর্জোয়ারা বিরোধী বিশেষ করে বাম বুলি বাগিশদের প্রিভিলেজ ক্লাশের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়ে পাতানো খেলায় জনগণকে ব্যস্ড রাখে। আর এই বিপ- বীদের দেখিয়েই বুর্জোয়া সরকার বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ এর কাছ থেকে বিপুল অর্থ জোগাড় করার অধিকার অর্জন করে।

মাসিক মানচিত্র, টোকিও
অক্টোবর ৯৫

তথ্যসঙত্র

১. বিচিত্রা ২৩ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৩০ ডিসেম্বর/৯৪ পৃষ্ঠা ৫২ এর ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন।
২. ঐ
৩. ঐ
৪. বিচিত্রা ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত বাম গণতান্ড্রিক ফ্রন্ট এর বিজ্ঞাপন।
৫. "সমাজতন্ড্রের কোন বিকল্প নেই" বাম গণতান্ড্রিক ফ্রন্ট জাপান শাখা কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপত্র।
৬. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বাম গণতান্ড্রিক ফ্রন্টের সুপারিশ ৯ আগষ্ট ১৯৯৪
৭. বাম গণতান্ড্রিক ফ্রন্ট ঘোষণা কর্মসঙচি কর্মধারা ও বিধি বিধান।

মনিসিংহের জন্ম শতবার্ষিকী এবং সিপিবি'র বন্ধুরা

গত ৩১ জুন মনিসিংহ এর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সিপিবি আলোচনা সভা আয়োজন করে। মনিসিংহ এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনে শুর" থেকেই জড়িত ছিলেন। অনেক ব্যক্তিগত ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তবে শেষ পরিণতি হিসাবে মনিসিংহ সহ সিপিবি ১৯৭৫ সালের বাকশালীয় স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে 'সমাজতন্ত্রের' গন্ধ খুঁজতে আত্মবিলীন হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের কর্মসূচী খালকাটার জন্যও মাঠে নেমেছিল।

এ ভূখন্ডে কারো জন্ম মৃত্যু দিবসকে স্মরণ করা হয় শুধু মাত্র গুণাবলী দিয়ে। কারো স্মরণ সভায় গেলে সেই ব্যক্তির বহুবিধ গুণাবলী শুনতে শুনতে বিমোহিত হতে হয়। এ সবটায় এক ধরনের নগ্ন মিথ্যাচার। মনিসিংহের জন্ম শতবার্ষির্কীতে নগ্ন প্রশংসা ব্যাপকভাবে না থাকলেও কারো কারো উপস্থিতি, পুরানো প্রশ্ন সিবিবি এর গন্ড্ব্য কোথায়? কে নতুন করে জাগরিত করেছে?

মনিসিংহ এর সভায় বক্তা ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ। বানী পাঠিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ রাশেদ খান মেনন, খালেকুজ্জামান, মাহবুবুল হক, আব্দুস সালাম প্রমুখসহ হরেক রকমের দালাল বুদ্ধিজীবিরা উপস্থিত ছিলেন। আ. ফ. ম মাহবুবুল হক ও আব্দুল সালাম ব্যতিত সকল বক্তাগণ মনিসিংহের প্রচন্ড জয়গানের মাতোম তুলেছেন। একজন বক্তা ছোট একটি প্রশ্ন তুলেছেন কমিউনিষ্টদের এ জাতীয় সভায় কারা উপস্থিত থাকবেন? মন্ত্রী, আমলা, ভাড়াটে বুদ্ধিজীবি অথবা কমিউনিষ্ট বন্ধুরা? অত্যন্ড় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উক্ত বক্তা মন্ত্রী, ভাড়াটে বুদ্ধিজীবিদের উপস্থিতিকে সমালোচনা করেন যা সিপিবি এর নেতৃবৃন্ধ এবং অনুগামীদেরকে ক্ষুব্ধ করে। এরা গুঞ্জন তুলে বতৃতা ব্যহত করেন। সাবাস গণতন্ত্রী (!) সিপিবি (!) এর অপর বক্তা বতৃতা বর্জন করতে গিয়ে বলেন এ সভায় শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রমজীবি মানুষ, কমিউনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার কোন পরিবেশ নেই। তাই তিনি বৃতৃতা বর্জন করেছেন। এ ধরনের সরব প্রতিবাদ আমাদের প্রতিবাদ আমাদের দেশে নতুন।

গারো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নেমে আসা সুসং নদীর তীরে বাস ছিল মনিসিংহের পরিবারের। জমিদার পরিবারে সোনার চামচ মুখে দিয়েই জন্মেছিলেন। যৌবনের প্রথম প্রহরে সামাজিক অনাচারের (হিন্দু সমাজের জাত-পাত) বির"দ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মনস্ক হয়েছিলেন। এরপর যোগ দেন ভারতীয়

কমিউনিষ্ট পার্টিতে। শুধুমাত্র তৎকালীন প্রেক্ষাপটে নয়, আজকের দিনেও মনিসিংহের শেকল ভাঙ্গার দৃঢ়তা অনুপ্রেরণা ও অনুসরণযোগ্য।

মনিসিংহের ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদানের বছরগুলো ছিল বিপণ্চব-প্রতিবিপণ্চবের দিন। সে সময় সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টিতে শ্রমিক গণতন্ত্র, পার্টি ও রাষ্ট্রযন্ত্রে আমলাতন্ত্রের প্রভাব, বিশ্ব বিপণ্চব, কমিউনিষ্ট আন্ড়র্জাতিকের কর্মসূচী নির্ধারণ ইত্যাকার প্রশ্নে বিকর্ত তুঙ্গে ছিল। একটি কে অক্টোবর বিপণ্চবের লাল পতাকাকে সমুন্নত রাখতে ট্রটস্কিসহ বলশেভিক-লেলিনবাদীরা অন্যদিকে ষ্টালিন ও তার আমলাতান্ত্রিক সহযোগিরা ছিলেন।

তৎকালীন সময়ে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে সোভিয়েত পার্টি এবং আন্ড় র্জাতিক মার্কসবাদী আন্দোলনের বিতর্কসমূহ তেমনভাবে পৌঁছতে পারেনি। আর যেটুকু বা পৌঁছুতে পেরেছিল, সেটুকু পার্টির সাধারণ সদস্যদের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। এ ব্যাপারে এম এন রায়ের ভূমিকাও ছিল উলেণ্চখযোগ্য। মনিসিংহ সেদিন পক্ষ নিয়েছিলেন ষ্টালিনবাদের। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো একটি বিপণ্চব আকাঙ্খী মানুষ। মনিসিংহের ষ্টালিনবাদ তথা শ্রেণী সমন্বয়ের রাজনীতির পক্ষাবলম্বন তাঁর সারা জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে। শ্রেণী সমন্বয়ের গন্ডী ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেননি কখনো। মনিসিংহেরা (তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিষ্ট)দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তি করেছেন, ধমের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের (পাকিস্ড়ান) পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। মুজিব-জিয়ার রাজনৈতিক ভাওতাবাজীর মধ্যে সমাজতন্ত্র, প্রগতিশীলতার স্বপ্নে বিভার হয়েছেন।

গারো পাহাড়ের পাদদেশে গারো ও হাজংদের জাতিগত নিপীড়নের বির"দ্ধে প্রথম সংগঠিত বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মনিসিংহ। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিকুলতাকে অতিক্রম করে নিপীড়িত জাতিসমূহকে সংগঠিত করার দৃষ্টান্ড় সবসময়ই অনুসরণীয়। মনিসিংহের জীবন বাজী রেখে গড়ে তোলা সংগ্রাম অবশ্য ভ্রান্ড়নীতি অনুসরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। লক্ষাধিক গারো-হাজং দেশত্যাগের বাধ্য হয়েছে। মনিসিংহের ব্যক্তিগত জীবনেরও এই ভোগান্ড়ির পরিমাণ কম ছিল না।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে মনিসিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিষ্ট পার্টি পুরোপুরি দক্ষিন দিকে বুকে পড়ে। আওয়ামীলীগের সকল প্রকার অপকর্মের সাফাই গেয়েছে। হাজার হাজার বামপন্থী কর্মীদের হত্যাযজ্ঞকে নিরবে সমর্থন করেছেন। বাকশালে শরীক হয়ে পার্টিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। জিয়াউর রহমানের সমান্ড়রালে পা ফেলেছেন। পরবর্তী নেতৃবৃন্দ এরশাদের সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন। নৌকা মার্কায় ভোটে জিতেছেন। এ সবকিছু মিলেই মনিসিংহের মূল্যায়ন হতে হবে। রাজনীতিতে যুক্ত মনিসিংহকে রাজনীতি বিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ন করার প্রবণতা ক্ষতিকারক। ব্যক্তি মনিসিংহের আত্মত্যাগ যে কোন বামপন্থী কর্মীর জন্যই পাথেয়। কিন্তু মনিসিংহের রাজনীতি, শ্রেণী সমন্বয়, এসব কিছুই এভূখন্ডের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে এবং করে চলেছে। এগুলোর মূল্যায়ন ব্যতিত মনিসিংহের মূল্যায়ন খন্ডিত।

মনিসিংহের উত্তরসুরীরা কেউ কেউ আরো দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে সরাসরি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। উলেণ্চখযোগ্য সংখ্যক সহযাত্রী হয়েছেন ডঃ কামাল হোসেনের যিনি '৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ড় এদেশের বামপন্থী নিধনে সকল প্রকার আইনী সাফাই গেয়েছেন, সেই হন্ড়কের সাথে। বর্তমানে অবশ্য কামাল হোসেন গণতন্ত্রী সেজেছেন। হরেক রকমের বামমার্গীদের রাজনৈতিক অভিসারের সাথী ডঃ কামাল হোসেন। বাকীদের বড় অংশ এখনো সিপিবি নামেই আছেন। লাল পতাকার মিছিল করেন বটে তবে ফল ভোগ করেন আওয়ামী লীগ। এর সর্বশেষ প্রমাণ মিলবে গত কয়েকমাস পূর্বে সিপিবিসহ বামজোট/এগারো দলের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে দুইবার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হওয়ার মধ্যে। সর্বশেষ সিপিবি শেখ মুজিব হত্যার বিচারের রায়কে কার্যকর করার জন্য রাস্ড়ায় নেমেছে। মিছিলে মিছিলে সরব হচ্ছে জনপদ।

মুজিব হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করার ব্যাপারে সিপিবি এর রাজনৈতিক অবস্থান কি প্রচলিত আইনকে প্রভাবান্বিত করতে আগ্রহী? বিপণ্চবী মার্কসবাদীরা মুজিব, সিরাজ সিকদার, তাহেরসহ সকল রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের বিচার এবং হত্যার পরিকল্পনাকারীদের যোগসূত্র প্রকাশ করার দাবী রাখে। তবে বিপণ্চবী মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অধীনে কোন সুষ্ঠু বিচার সম্ভব নয়। পুলিশ সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রধান স্ড়ম্ভ। শেখ মুজিব হত্যার প্রকৃত বিচার ও সকল ষড়যন্ত্রের গোপন নথিপত্র প্রকাশ তখনই সম্ভব হবে যখন শ্রমজীবি মানুষ ক্ষমতা দখল করতে পারবে। মুজিব হত্যার বিচারের শেণ্চাগান সিপিবিকে আবারো আওয়ামী লীগের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। যে প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মনিসিংহের জন্ম শতবার্ষিকীতে হাসিনা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। হাসিনা আসেননি তবে বাণী পাঠিয়েছেন। মনিসিংহের জন্মশতবার্ষিকীর অপর আলোচনা সভার ক্তা ছিলেন মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী।

মনিসিংহের জন্মশতবার্ষিকী একতা (সিপিবি এর মুখপত্র) সংবাদ শিরোনাম ছিল 'মুক্তির লাল পতাকা দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার ঘোষণা।' সিপিবি কিংবা অপরাপর বামমার্গীদের পক্ষে লাল পতাকাকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এরা কথা এবং কাজে সংস্কারবাদী, বুর্জোয়াদের সাথে সখ্যতায় বিশ্বাসী। মনিসিংহের জন্মশতবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীর আশির্বাদ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি ঐতিহাসিকভাবেই স্টালিনবাদের দেউলিয়াত্ব।

সিপিবি এর শ্রেণী সমন্বয়কারী নেতৃবৃন্দদের বির"দ্ধে প্রয়োজন শ্রেণী সচেতন কর্মীদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। যে বিদ্রোহ হবে লাল পতাকাকে এগিয়ে নেবার অঙ্গীকার। যে বিদ্রোহ হবে সঠিক বলশেভিক ধাচের পার্টি গঠনের সংগ্রাম। যে বিদ্রোহ নিশ্চিত করবে বিপ- বী সমাজতন্ত্রের শিক্ষাকে উর্দ্ধেতুলে ধরার সংগ্রাম।

গণমৈত্রী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০০০